NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী

পিছিয়ে গেল বিধানসভার শেষ অধিবেশন ২

কলকাতা ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ ১৪ মাঘ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.01.2026, Vol.19, Issue No. 227, 8 Pages, Price 3.00

আজ শুরু বাজেট অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করা হবে, যা এবার রবিবার পড়েছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন এই মাসের ২৮ তারিখ থেকে শুরু হবে এবং ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

এবার দুই পর্বে হবে সংসদের বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এবং দ্বিতীয় পর্ব ৯ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে মঙ্গলবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন।

আসন্ন বাজেট অধিবেশনে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে ঝড় তুলতে চায় তৃণমূল। সেই ইঙ্গিত তারা দিয়ে রাখে মঙ্গলবার সর্বদল বৈঠকে। বাজেট অধিবেশনে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চেয়েছে রাজ্যের শাসক দল, তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানান তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। তাতেই তিনি জানিয়েছেন, এসআইআর নিয়ে আসন্ন বাজেট অধিবেশন আলোচনা হোক বলে দাবি করা

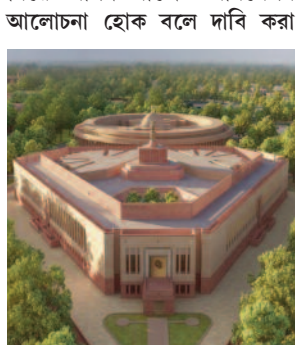

হয়েছে। এই নিয়ে তৃণমূলের পাশে রয়েছে বিজেপি-বিরোধী দলগুলি। এসআইআরের পাশাপাশি ভিবি-জিরামজি নিয়েও আলোচনা চেয়েছে বিরোধীরা। যদিও অধিবেশন থেকে বেরিয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে না, কারণ তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার সংসদ ভবনের কমিটি রুমে হয় সর্বদল বৈঠক। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সভাপতিত্বে হয় বৈঠক। ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বৈঠকে যোগ দেন বিভিন্ন দলের লোকসভা, রাজ্যসভার সাংসদরা। তৃণমূলের তরফে সর্বদলে যোগ দেন লোকসভায় উপদলনেতা শতাধী রায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। সংসদ সূত্রের খবর, সেই সর্বদলেও সরকারকে নিশানা করে তোপ দেগেছে বিরোধী দলগুলি।

সাগরিকা এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়া, বাংলার বকেয়া পাওনা, ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে ইডি, কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা এবং বিরোধীদের কথা শোনা ও তাদের কথা বলার সময় দেওয়ার দাবি তুলেছি আমরা। সংসদ একমুখী সড়ক নয়। সংসদ সরকারের বিজ্ঞপ্তি প্রদানের জন্য কোনও বোর্ডও নয়।' তৃণমূলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্য বিরোধী দলগুলিও। বৈঠক থেকে বেরিয়ে কংগ্রেসের সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি জানান, বাজেট অধিবেশনে বিরোধীরা নিজের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব হবে। আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং জানিয়েছেন, এসআইআর নিয়ে আসন্ন অধিবেশনে আলোচনা চেয়ে তিনিও সর্বদলে সরব হয়েছেন।

রিজিজু সর্বদল থেকে বেরিয়ে বলেন, 'যে আইন হয়েছে, তা সকলকে মানতে হবে। পিছনে চলে যাওয়া যাবে না।' এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'গত অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষেই নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে কথা হয়েছে। সেখানে এই ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এই নিয়ে আরও একটি বিতর্কের দাবি উঠলে তা অযাচিত।'

'সব চুক্তির জননী', আপ্লুত মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: শুল্কযুদ্ধ ও মার্কিন আগ্রাসনের মাঝেই ট্রাম্পের নাকের ডগায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত। মঙ্গলবার সকালে ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তনিও কোস্টা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ভনের উপস্থিতিতে এই চুক্তি সই করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি (ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা এফটিএ) সংক্রান্ত আলোচনা চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়েছেন, গোটা বিশ্ব এই চুক্তিকে 'সব চুক্তির জননী' বলে অভিহিত করছে। এই চুক্তি কার্যকর হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য ২৭টি দেশে ভারতের ৯০ শতাংশ পণ্য বিনা শুল্কে রপ্তানি করা যাবে। আবার ইউরোপের অন্য দেশগুলির পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও শুল্কহ্রাস বা প্রত্যাহার করবে নয়াদিল্লি। এই চুক্তির ফলে বিশ্বে রপ্তানিযোগ্য ২৫ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে কোনও শুল্ক আরোপ হচ্ছে না। এর ফলে উপকৃত হবেন ভারত এবং ইউরোপের ওই দেশগুলিতে থাকা মোট ১৯০ কোটি ক্রেতা। তাই এই চুক্তিকে অনেকেই 'সব চুক্তির জননী' বলছেন।

গত ১০ বছরে ভারত-ইইউ বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়ে ১৮০ বিলিয়ন ইউরোয় পৌঁছেছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও কোস্টা ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত-ইইউ ব্যবসায়িক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং কমিশনের সভাপতিদের এই ভারত সফর কোনও সাধারণ কূটনৈতিক সফর নয়। এটি ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। প্রথমবারের মতো, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন। ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ভারতের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে এবং আজ, অনেক সিইও-দের সঙ্গে একটি বৃহৎ পরিসরে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্যবসায়িক ফোরাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সমস্ত অর্জন বিশ্বের দু'টি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে অভূতপূর্ব সারিবদ্ধতার প্রতীক।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'বাজার অর্থনীতি হিসেবে, আমাদের সাধারণ মূল্যবোধ রয়েছে, বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের অগ্রাধিকার ভাগাভাগি করা হয়েছে এবং উন্মুক্ত সমাজ হিসেবে, আমাদের জনগণের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে। এই দৃঢ় ভিত্তির উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছি। আমরা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশীদারিত্বগুলির মধ্যে একটি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছি এবং এর ফলাফল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। গত ১০ বছরে, আমাদের বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়ে ১৮০ বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে। ৬ হাজারেরও বেশি ইউরোপীয় কোম্পানি ভারতে কাজ করছে। ভারতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ১২০ বিলিয়ন ইউরোরও বেশি বিনিয়োগ রয়েছে। ১,৫০০ ভারতীয় কোম্পানি ইউরোপীয় ইউনিয়নে উপস্থিত রয়েছে।'

পণ্য রপ্তানির পরিমাণের নিরিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যসঙ্গী। মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির ৯৬.৬ শতাংশ পণ্য বিনা শুল্কে ভারতে ঢুকতে পারবে। এর ফলে ভারতের বাজারে যেমন ইউরোপের পণ্যগুলির দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমবে, তেমনই ইউরোপের বাজারেও ভারতীয় পণ্যের দাম কমবে। ইউরোপের ২৭টি দেশের পণ্যে শুল্কহ্রাস বা প্রত্যাহার হওয়ায় ভারতের বাজারে সস্তা হবে ওয়াইন, বিয়ার, অলিভ অয়েল, মার্জারিন, ভোজ্য তেল, ফলের রস, অ্যালকোহলহীন বিয়ার, প্রক্রিয়াজাত খাবার (পাঁউরুটি, পেস্ট্রি, বিস্কুট, পাস্তা, চকোলেট, পোষ্যদের খাবার), ভেড়ার মাংস, সসেজ এবং অন্যান্য মাংসজাত খাদ্যপণ্য।

সিঙ্গুরের সভা সেরেই দিল্লির পথে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর ইস্যুতে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তর অভিযান করছেন। বুধবার হুগলির সিঙ্গুরে প্রশাসনিক সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি দিল্লি যাবেন বলে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন সভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, বহু জীবিত ভোটারকে খসড়া ভোটার তালিকায় 'মৃত' বলে দেখানো হয়েছে। সেই তথাকথিত 'ভূত' ভোটারদের উপস্থিত করে সভায় চমকও দেন তিনি। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরে এই জীবিত হয়েও 'মৃত' ঘোষিত ভোটারদের একটি বড় অংশকে সঙ্গে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বুধবার হুগলির সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা রয়েছে। সূত্রের দাবি, সেই সভা শেষ করেই তিনি সরাসরি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন। লক্ষ্য নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে গিয়ে এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগ সরাসরি তুলে ধরা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লি সফরে থাকবেন জীবিত হয়েও খসড়া ভোটার তালিকায় 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত হওয়া ভোটারদের একটি বড় অংশ। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রতীকী উপস্থিতির মাধ্যমেই নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রমাণ তুলে ধরা হবে যে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় গুরুতর ত্রুটি ও হয়রানি চলছে।

এদিকে, সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভাকে ঘিরে হুগলি জেলায় তুমুল প্রস্তুতি চলছে। জানা গিয়েছে, সভার দিন জেলার প্রতিটি ব্লক সদর এবং প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় সমান্তরাল কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। ফলে হুগলি জেলাজুড়ে শতাধিক ছোট ছোট সভা অনুষ্ঠিত হবে। একটি প্রশাসনিক সভাকে কেন্দ্র করে এত ব্যাপক সমান্তরাল আয়োজন রাজ্যে প্রায় নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক মহল। এই সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যজুড়ে লক্ষ লক্ষ উপভোক্তার হাতে রাজ্য সরকারের বাড়ি প্রকল্প 'আমার বাড়ি'র অনুমোদনপত্র তুলে দেবেন। সেই উপলক্ষে প্রতিটি পঞ্চায়েতে উপভোক্তাদের নিয়ে ছোট ছোট জমায়েত করা হবে। প্রশাসনিক কর্মসূচির পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট; একদিকে জনকল্যাণ প্রকল্পের সূচনা, অন্য দিকে ভোটাধিকার রক্ষার নামে দিল্লি অভিযান। সব মিলিয়ে, সিঙ্গুরের সভা এবং তার পর মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি যাত্রা; দু'টি ঘটনাই আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দেহ উদ্ধার আট ● শনাক্ত করাই দায় ● এখনও নিখোঁজ বহু

মৃত্যু-পুরেও স্বজন-সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দপুরের নাজিরাবাদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর ছাইয়ের স্তূপ থেকে বেরোচ্ছে হাড়গোড়। ঘটনাস্থলের ছবি ক্রমেই আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। ২৫ জানুয়ারি গভীর রাতে একটি ডেকোরেটর্সের গোডাউন থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের মোমো কারখানায়। থার্মোকল ও দাহ্য সামগ্রীর জেরে মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এখনও পর্যন্ত আট জনের মৃত্যুর কথা জানা গেলেও নিখোঁজের সংখ্যা নিয়ে ধোঁয়াশা। পরিবারগুলোর অভিযোগ, প্রায় ৩০ জনের খোঁজ নেই। আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডে মৃত এবং নিখোঁজদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর একথা জানান কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে সাহায্য করা হবে।

রবিবার রাত প্রায় ৩টে নাগাদ আনন্দপুরের নাজিরাবাদের একটি মোমো কোম্পানির গুদামে আগুন লেগে যায়। পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি গুদামে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকল। ১২টি ইঞ্জিন কাজে লাগিয়ে বহু চেষ্টার পরেও সোমবার রাত পর্যন্তও সেই আগুন পুরোপুরি নেভানো যায়নি। মঙ্গলবার বেলার দিকেও ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, এদিকে-ওদিকে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। কোথাও আবার ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। এখনও পর্যন্ত আট জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। দগ্ধ দেহাংশ দেখে তাঁদেরও শনাক্ত করার উপায় নেই। দেহাংশগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। অন্তত ১৪ জন নিখোঁজ। ভিতরে এখনও কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। যে কারখানায় এই ঘটনা ঘটেছে, দোষী সাব্যস্ত হলে সেই কারখানার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সূত্র। ভস্মীভূত ডেকরেটর্সের গুদামের মালিককে জেরা করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থেই ওই ব্যবসায়ীকে তুলে আনা হয়। তবে তাঁকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, তা এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ।

দমকলের ডিজি রণবীর কুমার স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, ঘটনাস্থলে

ভয়াবহ আগুনে ভস্মস্তূপ। আনন্দপুরের নাজিরাবাদে।

পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর আশ্বাস, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানিয়েছেন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে দমকলের তরফে ওই গুদামের কোনও ছাড়পত্র ছিল না। এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিজি। অনুমোদন ছাড়াই কী ভাবে দিনের পর দিন ওই গুদাম চলছিল, সেই প্রশ্ন করলে ডিজি জানিয়েছেন, বিভাগের তরফে কোনও ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

ঘটনার প্রায় দেড় দিন পর, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর বক্তব্য, এলাকাটি প্লাস্টিক ও থার্মোকলে ভরা ছিল। ফায়ার সেফটির চিহ্ন মেলেনি। ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই গোডাউনের মালিকের নামে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু হয়েছে। ভস্মীভূত জোড়া গুদাম ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন দমকলের কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে। স্বজনহারাদের সঙ্গেও দেখা করেন তৃণমূল নেতা। সুজিত বলেন, 'এই জায়গাটা একটা জতুগৃহের মতো। ৩৫ হাজার বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এই এলাকায় পাশাপাশি একটি মোমো তৈরির কারখানা এবং একটি ডেকরেটার্সের গুদাম ছিল। ভিতরে প্রচুর দাহ্য পদার্থ ছিল। বহু ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। খবর পেয়ে দমকলের ১২টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। দমকলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও যান।' সুজিত জানিয়েছেন, গুদামে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। এ নিয়ে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুদামে আদৌ ফায়ার অডিট হয়েছিল কি না, তা-ও তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন সুজিত।

এদিন ঘটনাস্থলে যান ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্ডা ও স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় সুজিতকে। বিজেপি সমর্থকরা সুজিতকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন। পালটা জবাব দেন তৃণমূল সমর্থকেরাও। দু'পক্ষে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে জলা জমি ভরাট করে বেআইনি কারখানা গড়ে উঠেছে।

হাইকোর্টে ইউপিএসসি, ডিজি নিয়োগে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের পরবর্তী ডিজি নিয়োগ ঘিরে বাড়ল আইনি জটিলতা। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারের অবসর আসন্ন হলেও, তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, তা এখনও অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে ক্যাট-এর অন্তর্বর্তী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইউপিএসসি। এর ফলে রাজ্য পুলিশের স্থায়ী ডিজি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ল।

বর্তমানে রাজ্য পুলিশে কোনও স্থায়ী ডিজি নেই। 'ভারপ্রাপ্ত' বা 'অস্থায়ী' ডিজি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছেন রাজীব কুমার। আগামী ৩১ জানুয়ারি তাঁর অবসর নেওয়ার কথা এবং বৃহস্পতিবার তাঁর সরকারি বিদায় সংবর্ধনার দিন স্থির হয়েছে। এর মধ্যেই ইউপিএসসি হাইকোর্টে যাওয়ায় ডিজি নিয়োগের আইনি প্রক্রিয়া নতুন মোড় নিল।

গত ২১ জানুয়ারি ক্যাট রাজ্য পুলিশের স্থায়ী ডিজি নিয়োগ সংক্রান্ত একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশে বলা হয়েছিল, ২৩ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সরকারকে প্রস্তাবিত নামের তালিকা ইউপিএসসি-র কাছে পাঠাতে হবে। পাশাপাশি, ইউপিএসসি-কে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে 'এমপ্যানেলমেন্ট কমিটি'র বৈঠক করে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে তিন জনের একটি প্যানেল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এই সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার নির্দেশ নিয়েই আপত্তি তুলেছে ইউপিএসসি।

উচ্ছ্বাসের জোয়ারে নবীন-বরণ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দু'দিনের সফরে বাংলায় পা রাখলেন বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। মঙ্গলবার দিল্লি থেকে সোজা অন্ডাল বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, সমীর ভট্টাচার্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, সৌমিত্র খাঁ-সহ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গল এবং বুধ-দুদিনে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। বিমানবন্দর থেকে সোজা দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দেন

নবীন।

এদিন দুর্গাপুরের চিত্রালয়ের মাঠে কমল মেলার উদ্বোধনের পাশাপাশি সন্ধ্যা থেকে বেশ কিছু কর্মসূচি ছিল নবীনের। বুধবার সকালে ভিরিঙ্গি কালীবাড়িতে পুজো দেবেন তিনি। এর পর পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমানের নেতৃত্বদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে। দুর্গাপুরের মাটি থেকে কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে কী বার্তা দেন তিনি, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সারা রাজ্যের মানুষ।

সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন দুর্গাপুরের রাজীব গান্ধি ময়দানে আয়োজিত কমল মেলায় যোগ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে যুবশক্তিকে উজ্জীবিত করার ডাক দেন। তিনি বলেন, যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আজও পথ দেখায়। দুর্গাপুরের রাজীব গান্ধি স্মারক ময়দানে আগামী ২৭ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই কমল মেলা। মঙ্গলবার রাত ৮টায় আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন নীতিন নবীন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষ-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা।

অবসরে অরিজিৎ সিং!

■ বড় ঘোষণা অরিজিৎ সিংয়ের। আর কোনও ছবিতে গান করবেন না শিল্পী। তবে কি তিনি অবসরের পথে হাঁটছেন? নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি হঠাৎ সিনেমায় গান গাওয়া থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। কেন এই সিদ্ধান্ত?

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কটি পোস্টে অরিজিৎ লেখেন, 'নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলকে। শ্রোতা হিসাবে এত বছর ধরে আমায় এত ভালবাসা দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, এবার থেকে আমি আর প্লেব্যাক গায়ক হিসাবে কোনও কাজ করব না। আমি প্লেব্যাক গাওয়া বন্ধ করলাম।' অরিজিতের এই ঘোষণায় স্তম্ভিত তাঁর অনুরাগীরা। তবে ঠিক কী কারণে এই ঘোষণা করলেন গায়ক, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সব শেষে তিনি লিখেছেন, 'ই সফর সত্যিই সুন্দর ছিল।'

কোনও কোনও সূত্রে আবার খবর, সাময়িক বিরতি নিচ্ছেন অরিজিৎ। গলার বিশ্রামের জন্যই ই পদক্ষেপ তাঁর। তবে এমন কিছু উল্লেখ করেননি গায়ক নিজে। কিছু দিন আগেই 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিতে গান গেয়েছেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

LIC পলিসি 424865417 -এতে আমার নাম Pintu Seikh, S/o- Ekramul Haque আছে। গত 14/01/2026 ডোমকল SDEM কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Mainul Islam, পিতা- Ekram Ali নামে পরিচিত হইলাম।

নাম -পদবী

আমি Jakir Hossain, পিতা- Muktadir Mallik, গত ১৭/০১/২০২৬ লালবাগ Ld. J.M. কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার পিতা Muktadir Mallik ও Nuktadir Mollik এবং Muktadir Mollik এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম -পদবী

গত 20/01/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 1158 নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhim Sarkar ও B Ch Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 27/01/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2640 নং এফিডেভিট বলে আমি Jahanara Begum W/o. Bhulu Mallick, R/o. Gobindabati, Dasghara, Dhaniakhali, Hooghly-712402, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামীর 2002 সালের ভোটার লিস্টে (191 Dhaniakhali Assembly, Part No. 46, Sl. No. 45, Hooghly) স্বামীর সঠিক নাম Bhulu Mallik S/o. Jelani Mallik-এর পরিবর্তে Moinulislam Mallik (মইনুলইসলাম মল্লিক) S/o. Jelani Mallik লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার স্বামী Bhulu Mallik S/o. Jelani Mallik ও Moinulislam Mallik (মইনুলইসলাম মল্লিক) S/o. Jelani Mallik ও Bhulu Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 21/01/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 26 নং এফিডেভিট বলে আমি Sisir Singha S/o. Sambhunath Singha ও Shishir Singh S/o. S Sing সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 21/01/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 1250 নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Bera S/o. Keshab Chandra Bera ও Monoj Bera, Manoj Kumar Bera S/o. K. Ch. Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/01/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2638 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Keramat Hossain S/o. Late Sk Jamsed Ali, R/o. Gobindabati, Dasghara, Dhaniakhali, Hooghly-712402, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পূর্বের ভোটার কার্ডে (Epic No. WB/27/191/135163) ও 2002 সালের ভোটার লিস্টে (191 Dhaniakhali Assembly, Part No. 46, Sl. No. 98, Hooghly) আমার সঠিক নাম Sk Keramat Hossain S/o. Sk Jamsed Ali-এর পরিবর্তে Keramat Ali Sekh S/o. Jamshed Sekh লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Sk Keramat Hossain S/o. Sk Jamsed Ali ও Keramat Ali Sekh S/o. Jamshed Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে জানুয়ারি, বুধবার , দশমী তিথি। ১৪ ই মাঘ । জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতি উত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : গৌর বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। যার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ।

মকর রাশি : গুপ্ত শত্রু।পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু। আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : কৃষ্ণ বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু'-একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, **Jaytana Begam** W/O Anowar Mallick Residing at Vill-Dalapatpur PS -Haripal Dist-Hooghly Pin 712403 WB, Erroneously my name has been recorded in my Previous Aadhar (No 873137113312) EPIC (No WB/27/184/429257) as **Nasima Bibi** in place of **Jayanta Begam**. vide Affidavit No 230 Dated 09/01/2026 in the court of Judicial Magistrate 1st Class Chandernogre court Hooghly W.B, I declare that **Nasima Bibi** and **Jaytana Begam** both are the same and one identical person.

আমি **China Das** পিতা Late Robi Das, স্বামী Manoj Mondal, নিবাস- P/31, পীর পুকুর রোড, পোঃ + থানা - বাঁশদ্রোণী, কলকাতা -70. বিবাহের পর আমি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করি এবং আমার নাম হয় **Muskan Mondal**. গত 24/02/2018 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে (নং 74563/18) সর্বত্র **Muskan Mondal** নামে পরিচিত হলাম। **Muskan Mondal** এবং **China Das** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

I, **Krishna Rani Majumdar**, W/o Late Kamalesh Majumdar, Residing at V-26/18, Vivekananda Park, P.S - Bansdroni , Kolkata - 700084. In some documents my name is recorded as **Krishna Majumdar**, henceforth I will be known as **Krishna Rani Majumdar** vide an affidavit (5872) sworn before the 1st Class Judicial Magistrate Court Alipore on 16.01.2026. **Krishna Rani Majumdar** and **Krishna Majumdar** is one and same

AFFIDAVIT

I, Neksara Bibi, W/O Chhattari Mallik, resident of Vill. - Beldanga, P.O.- Jikharhati, P.S.- Burwan, Dist.- Murshidabad, West Bengal, do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Kandi, Murshidabad dated 29.12.2025 that my actual name is Neksara Bibi W/O Chhattari Mallik and it is recorded in my Aadhar Card number being 3596 3024 8807 but in my Voter Card being number SIP2034973, my name has been recorded as Nensara Bibi W/O Chhattari Sekh and in the Voter of 2002, Sl. No. 903, Part No. 17 of 66 Khargram (SC) Assembly Constituency, my name has been written as Nekubibi SK W/O Chhattari SK.
Neksara Bibi, W/O Chhattari Mallik, Nensara Bibi W/O Chhattari Sekh and Nekubibi Sk W/O Chhattari Sk is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, বিক্রেতা- ১) অঞ্জনা বিশ্বাস, স্বামী- প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, সাবেক সাং- রাধানগর, পোঃ- গোপীনাথপুর, থানা- তেহট্ট, হাল থানা- পলাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, হাল সাং- ইছাপুর ইন্দ্রপুরী, পোঃ- নবাবগঞ্জ, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পলাশীপাড়া এডিএসআর অফিসের আমমোক্তার নামা নং 7479/2022, dt 13.07.2022 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং ২) পৃথ্বিশ বিশ্বাস, আবার নং- পিতা- প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, সাবেক সাং- রাধানগর, পোঃ- গোপীনাথপুর, থানা- তেহট্ট, হাল, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, হাল, সাং-ইছাপুর ইন্দ্রপুরী, পোঃ- নবাবগঞ্জ, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পলাশীপাড়া এডিএসআর অফিসের দলিল নং I-2780/2024, dt 07.03.2024 অনুযায়ী ক্রেতা ১) নিহার রঞ্জন বিশ্বাস, পিতা- মৃত নিরঞ্জন বিশ্বাস, সাং- রাধানগর, পোঃ- গোপীনাথপুর, থানা- তেহট্ট, হাল পলাশীপাড়া, ২) বিশ্বনাথ বিশ্বাস, পিতা- মৃত বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, সাং- রাধানগর, পোঃ- গোপীনাথপুর, থানা- তেহট্ট, হাল থানা পলাশীপাড়া উভয়ের জেলা নদীয়াকে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। মৌজা- ৪৬ নং কৃষ্ণনগর, খতিয়ান নং এল আর ৫৩৮ কৃ:, দাগ নং সাবেক ও হাল ৯৪২, জমি ২.০৮২৫ শতক। ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডের জন্য আবেদন করেছেন এই বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে তেহট্ট ২ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, পলাশীপাড়া নদীয়ার কাছে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

-ঃবিজ্ঞপ্তিঃ-

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর (লোকাল) থানার অন্তর্গত কালিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীন মৌজা- ভৈরবপুর, জে. এল. নং- ৪৬৪, হাল এর দাগ নং- ৬৯ দাগের মালিক শ্রীমতী সুধা রানী রায় প্রঃ সুধা রায়, স্বামী- বৈদ্যনাথ রায়, শ্রীমতী প্রতিভা কারক, পিতা- ৺মুকুল চন্দ্র কারক, শ্রীমত্যা আভারানী কোনার প্রঃ আভা কোনার, স্বামী-৺গোপাল কোনার, শ্রীমতী অনুভা হাজরা, স্বামী- শ্রী অশোক হাজরা, সর্ব সাং- মানিকপুর, শ্রী দীপ্তাক্ষ্য কারক, পিতা- ৺দূর্গাচরন কারক, সাগরিকা কারক, পিতা- ৺দূর্গাচরন কারক, শ্রীমত্যা সাধনা কারক, স্বামী- ৺দূর্গাচরন কারক, সর্ব সাং- স্কুলবাজার, শ্রীমতী লিপিকা ঘোষ, প্রঃ লিপিকা ঘোষ কারক, স্বামী- ঋত্বিক ঘোষ, সাং-নজরগঞ্জ, সর্বপোঃ- মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী(পশ্চিম মেদিনীপুর), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর ও শ্রীমতী নিলীকা ঘোষাল, স্বামী- বিশ্বজিৎ ঘোষাল, সাং- রাঙামাটি, পোঃ- বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, থানা- গুড়গুড়িপাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর যথাক্রমে ২৫৫ নং/২০১৭ ও ২০৭/২০১৩ D.S.R- I পশ্চিম মেদিনীপুরের দুইটি রেজিষ্ট্রীকৃত আমোক্তারনামা বলে নিযুক্ত উপরোক্ত রায়তঃ গনের আমোক্তার নিভা কারক, পিতা-৺মুকুল চন্দ্র কারক, সাং- মানিকপুর, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী (মেদিনীপুর), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর গত ইং- ২০.১১.২০২৫ তারিখে D.S.R-I পশ্চিম মেদিনীপুর ১৭৯০১/২০২৫ নং দলিল মূলে উক্ত জায়গা শ্রী জগৎ দে প্রঃ জগৎমোহন দে, পিতা- ৺কেদার দে, প্রঃ কেদারনাথ দে, সাং- ভৈরবপুর, পোঃ- মাদপুর, থানা- খড়্গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের পক্ষে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন এবং উক্ত ক্রেতা ঐ জায়গার স্থানীয় B. L. & L. R. O অফিস, খড়গপুর (I I) এ মিউটেশনের দরখাস্ত করিয়াছেন। যদি উপরোক্ত আমোক্তার নিভা কারকের হস্তান্তরের বিষয়ে উপরোক্ত মালিক গনের আপত্তি থেকে থাকে তাহলে আপনারা উক্ত B. L. & L.R.O অফিসে অতি স্বত্তর যোগাযোগ করুন।
Somasish Panda (Advocate)
Nazarganj, Babaji Goli. Midnapore, Paschim Medinipur
Enrolment No.: F635/480/2007
Date -13.01: 2026

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী জয়দেব পাল, ২)শ্রী শম্ভুনাথ পাল, ৩)শ্রী উত্তম পাল, ৪)শ্রী কমল পাল, ৫)শ্রী বিমল পাল, ৬)শ্রীমতী চম্পা দাস** সকলের পিতা ৺পাঁচুগোপাল পাল সকলের সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইংরাজি ০৬/০৭/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-00341/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **৭)শ্রী গৌতম পাল** পিতা ৺পাঁচুগোপাল পাল, সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, জে.এল নং ৪, হাল এল. আর. ৪৬৩ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ৪৫৫ তথা হাল এল. আর. ৭৪৮ নং দাগে শালি জমি বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-03208/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রুবি দেবী** স্বামী রাম বিনয় ঠাকুর, সাকিম ধবলপুরা, পাটনা সিটি, বেগমপুর, পাটনা-৮০০০০৯, বিহার, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ২৩ বর্গফুট সম্পত্তি এবং ২)I-03212/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ইন্দু শর্মা** স্বামী মুন্না শর্মা, সাকিম ব্যান্ডেল মানুষপুর লাল বাবা আশ্রম, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রীমতী রুবি দেবী** স্বামী রাম বিনয় ঠাকুর ও **২)শ্রীমতী ইন্দু শর্মা** স্বামী মুন্না শর্মা, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী জয়দেব পাল, ২)শ্রী শম্ভুনাথ পাল, ৩)শ্রী উত্তম পাল, ৪)শ্রী কমল পাল, ৫)শ্রী বিমল পাল, ৬)শ্রীমতী চম্পা দাস** সকলের পিতা ৺পাঁচুগোপাল পাল সকলের সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইংরাজি ০৬/০৭/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-00341/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **৭)শ্রী গৌতম পাল** পিতা ৺পাঁচুগোপাল পাল, সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৬/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06008/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিশ্বজিৎ বর্মন** পিতা শম্ভু বর্মন, সাকিম তাঁতপুকুর পাড়, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, জে.এল নং ৪, হাল এল. আর. ৪৬৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৫৫ তথা হাল এল. আর. ৭৪৮ নং দাগে শালি জমি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বিশ্বজিৎ বর্মন** পিতা শম্ভু বর্মন, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী জয়দেব পাল, ২)শ্রী শম্ভুনাথ পাল, ৩)শ্রী উত্তম পাল, ৪)শ্রী কমল পাল, ৫)শ্রী বিমল পাল, ৬)শ্রীমতী চম্পা দাস** সকলের পিতা ৺পাঁচুগোপাল পাল সকলের সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইংরাজি ০৬/০৭/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-00341/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **৭)শ্রী গৌতম পাল** পিতা ৺পাঁচুগোপাল পাল, সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03209/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)শ্রী মলয় বিশ্বাস পিতা মাধব বিশ্বাস ও ২)শ্রীমতী মমতা বিশ্বাস স্বামী শ্রী মলয় বিশ্বাস, উভয়ের সাকিম ২নং মলিকপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াকে ০১ কাঠা ১০ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, জে.এল নং ৪, হাল এল. আর. ৪৬৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৫৫ তথা হাল এল. আর. ৭৪৮ নং দাগে শালি জমি ০১ কাঠা ১০ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় ১)শ্রী মলয় বিশ্বাস পিতা মাধব বিশ্বাস ও ২)শ্রীমতী মমতা বিশ্বাস স্বামী শ্রী মলয় বিশ্বাস, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কনক ধাড়া ওরফে কনক বালা ধাড়া**, স্বামী শঙ্কর ধাড়া ওরফে অরুন কুমার ধাড়া, সাকিম তারকেশ্বর স্টেশন রোড, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়া বিগত ইং ২৮/০২/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-00077/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী স্বপন ভৌমিক** পিতা ৺দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক, সাকিম মগরা কাঁটাপুকুর, মগড়া, হুগলী-৭১২১৪৮ এবং **২)শ্রী নীলকমল গায়েন** পিতা ৺নীরঞ্জন গায়েন, সাকিম বারোল প্রসাদপুর, মগড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় বিগত ইং ১৮/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00511/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী শিবানী ঘোষ, স্বামী বিশ্বনাথ ঘোষ, ২)শ্রী সুব্রত ঘোষ, ৩)শ্রী বিভুতী ভুষন ঘোষ**, ২/৩এর পিতা বিশ্বনাথ ঘোষ, সকলের সাকিম ৩৬/১ কে, জি.টি. রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৩, মহাশয়/মহাশয়াকে ০৪(চার) শতক নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ফতেপুর, ৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৮ নং খতিয়ান হইতে, ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭১৯ নং দাগে শালি জমি ০.৭২ শতক সম্পত্তি ও ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭২০ নং দাগে শুনা জমি ৩.২৮ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ০৪(চার) শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমতী শিবানী ঘোষ**, স্বামী বিশ্বনাথ ঘোষ, **২)শ্রী সুব্রত ঘোষ, ৩)শ্রী বিভুতী ভুষন ঘোষ**, ২/৩এর পিতা বিশ্বনাথ ঘোষ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কাকলী মাঝি ওরফে কাকলী পাকিড়া** স্বামী শ্রী সঞ্জীব পাকিড়া, সাকিম বিবেকানন্দ প্রাইমারী স্কুল মানুষপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়া বিগত ইং ১৪/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-06525/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জীব পাকিড়া**, পিতা বেচুরাম পাকিড়া, সাকিম ব্যান্ডেল মানুষপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৯/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-12281/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রাখী বালা** স্বামী শ্রী কমল বালা, সাকিম মিলনগড় ভবানীপুর চর, মিলনগড়, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১, মহাশয়াকে ০২ কাঠা সম্পত্তি এবং ২)I-12282/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী সুজিত দে** পিতা শ্রী দিলীপ দে ও **২)শ্রী দিলীপ দে** পিতা শ্রী বিপুল দে মহাশয়দ্বয়কে ০২ কাঠা সম্পত্তি একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ক্রেতা **শ্রী দিলীপ দে** পিতা শ্রী বিপুল দে মহাশয় তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ১৫/১০/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-13027/2025 নং শুভ দানপত্র দলিল মূলে তাহার পুত্র **শ্রী সুজিত দে** পিতা শ্রী দিলীপ দে মহাশয়কে উক্ত ০১ কাঠা সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, ৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৪৬১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৯৯ তথা হাল এল.আর. ১২৪ নং দাগে কলাবাগান জমি ১)I-12281/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ০২ কাঠা ও ২)I-12282/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ০২ কাঠা সম্পত্তি, একুনে উক্ত দুইটি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রীমতী রাখী বালা** স্বামী শ্রী কমল বালা ও **২)শ্রী সুজিত দে** পিতা শ্রী দিলীপ দে, তাহাদের উক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী মৈত্রেয় দাসগুপ্ত** পিতা ৺মানিকলাল দাসগুপ্ত, সাকিম ৫৫, ব্যান্ডেল স্টেশন রোড, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ ও **২)শ্রী চন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত** পিতা ৺প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত, সাকিম ১৮/১/এ, শিতলা মন্দির রোড, গড়ফা, যাদবপুর, সন্তোষপুর, দঃ ২৪পরগনা, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ০১/১১/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-00328/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **১)শ্রীমতী অর্চনা দত্ত** পিতা ৺বীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও **২)শ্রীমতী শ্রাবন্তী রায়চৌধুরী** স্বামী বাবুল রায়চৌধুরী, উভয়ের সাকিম কাপাসডাঙ্গা পাল্কাটুলী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াদ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে মহাশয়াদ্বয় নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৫/১২/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-05789/2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **১)শ্রী দেবীশঙ্কর চক্রবর্তী** পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী ও **২)শ্রীমতী সুতপা চক্রবর্তী** স্বামী দেবীশঙ্কর চক্রবর্তী, উভয়ের সাকিম বৈদ্যগলি, জগুদাশপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়/মহাশয়াকে **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, ১০ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১৩৯৫ তথা এল.আর. ৩১৫৬ নং দাগে ভিটি জমি, ১)হাল এল.আর. ৪২৭১ নং খতিয়ানে ০.০৫৬৫ একর, যাহার হোল্ডিং নং ৪০৬/৩১৬, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ও ২)হাল এল.আর. ৪২৭০ নং খতিয়ানে ০.০৩৩৫ একর, যাহার হোল্ডিং নং ৯৪৬/৫০৬, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, সম্পত্তির উপর অবস্থিত 'Chandrajit Apartment'-এর তৃতীয় তলে অবস্থিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া 774 বর্গফুট বিশিষ্ট F/10 নং ফ্ল্যাটটি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন যাহা আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী দেবীশঙ্কর চক্রবর্তী** পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী ও **২)শ্রীমতী সুতপা চক্রবর্তী** স্বামী দেবীশঙ্কর চক্রবর্তী তাহাদের খরিদা ফ্ল্যাটটি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কাকলী মাঝি ওরফে কাকলী পাকিড়া** স্বামী শ্রী সঞ্জীব পাকিড়া, সাকিম বিবেকানন্দ প্রাইমারী স্কুল মানুষপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়া বিগত ইং ১৪/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-06525/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জীব পাকিড়া**, পিতা বেচুরাম পাকিড়া, সাকিম ব্যান্ডেল মানুষপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, ৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৪৬১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৯৯ তথা হাল এল.আর. ১২৪ নং দাগে কলাবাগান জমি বিগত ইং ১৮/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-10981/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী সনাতন মাঝি** পিতা ৺মদন মাঝি ও **২)শ্রীমতী বন্দনা মাঝি** স্বামী শ্রী সনাতন মাঝি, উভয়ের সাকিম নালাপাড়া ছোট পুরুলিয়া, বড় পুরুলিয়া, কেতুগ্রাম, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪০, মহাশয়/মহাশয়াকে ১৫ ছটাক ২৩.৫ বর্গফুট সম্পত্তি এবং ২)I-10983/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী শম্পা ঘোষ** পিতা ৺মনীন্দ্র মান্না, সাকিম কাজিডাঙ্গা জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে ১৫ ছটাক ২৩.৫ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী সনাতন মাঝি** পিতা ৺মদন মাঝি ও **২)শ্রীমতী বন্দনা মাঝি** স্বামী শ্রী সনাতন মাঝি ও **৩)শ্রীমতী শম্পা ঘোষ** পিতা ৺মনীন্দ্র মান্না, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। সেই আবহে মঙ্গলবার নবান্নে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই রাজ্য সরকারের দিশা স্পষ্ট করে দেন তিনি। বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় ৭৫ লক্ষ কর্মদিবস নষ্ট হয়েছিল বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর একদিনও কর্মদিবস নষ্ট হয়নি। বাংলায় এখন আর বন্ধ হয় না। তাই শিল্পের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ওয়াটগঞ্জের দইঘাটে নতুন শ্মশানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নবনির্মিত সিরিটি মহাশ্মশানের ভার্চুয়াল উদ্বোধন উপলক্ষে নবান্ন সভাঘর থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প এলেই কর্মসংস্থান বাড়বে এবং রাজ্যের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

বন্ধের বিরোধিতায় বরাবরই অনড় অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে প্রসঙ্গ টানতে একাধিকবার বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট আয়োজনের কথাও স্মরণ করান তিনি। এমনকী লন্ডন সফরে গিয়ে শিল্প সফরের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি বন্ধের বিরোধী এবং রাজ্য বন্ধ করতে দেবেন না। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ চলছে। পুরুলিয়ার মতো জেলাতেও বদলের ছবি স্পষ্ট বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এখন শিল্পপতিদের গন্তব্য বাংলা। একের পর এক কারখানা হচ্ছে। বহু শিল্পপতি এখানে শিল্প স্থাপনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্যে ছ'টি করিডর তৈরি হচ্ছে বলেও জানান তিনি। বামফ্রন্ট সরকার এবং বিজেপির সমালোচনাতেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে যে নেতিবাচক প্রচার করা হচ্ছে, তা সত্য নয়। তাঁর কথায়, হাওড়া থেকে দুর্গাপুর গেলে রাস্তার দু'ধারে চোখে পড়বে উন্নয়নের ছবি। কত শিল্প সংস্থা এসেছে, কত কাজ হয়েছে। কোনও সমস্যা হলে মুখ্যসচিব, শিল্পসচিব এবং হিডকোর মতো সংস্থাগুলি পাশে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জীবনে শান্তি থাকলে, মাথা ঠান্ডা থাকলে এবং পরিবার ঠিক থাকলে ব্যবসাও বাড়বে। আগামী প্রজন্মকে তৈরি করাই এখন লক্ষ্য।

ধর্মীয় বিভাজন নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও কোনও রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করেননি তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন তৈরি করছে, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা সবাই ভারতীয়। এখানে সংখ্যালঘু আছে, জনজাতি আছে। কেউ যেন কারও কথায় প্ররোচিত না হয়। কেউ কেউ দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শান্তি রক্ষা করাই তাঁর কাজ বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বাংলা সকলকে জায়গা দেবে। মন্দির-মসজিদ গির্জা থেকে অনুরোধ এসেছে, কাজ করা হয়েছে। উন্নয়নের প্রয়োজন হলে জানাতে বলেন তিনি। সরকার মানুষের জন্য কাজ করবে, এবং আগামীদিনে আরও কাজ হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার হাওড়া শিবপুর পুলিশ লাইন ময়দানে ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয়। জেলাশাসক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও হাওড়াবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড সিভিল জজ (জু: ডি:) ১ম কোর্ট, চন্দননগর, হুগলী।
রেফাঃ টি.এস. নং ১৮২/২০১৬
হাসিনা দেব
(বনাম)
শীতল চন্দ্র ঘোষাল দীং

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এইমর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী হাসিনা দেব, স্বামী বিমল চন্দ্র দেব, ঠিকানা- চাপদানী, আর.কে.এম. বাই লেন, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২, মহাশয়া যথাক্রমে ১) শীতল চন্দ্র ঘোষাল, ২/এ আরতী দেবী সাহা (মৃত), স্বামী মৃত শম্ভু সাহা (মৃত), ২/বি শ্রী বাবাই সাহা (মৃত), ২/সি শ্রী বাবু সাহা(মৃত), [illegible] ... আদালতে দাখিল করিবেন, অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারিনীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু
অমলকান্তি শুর রায়
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জু: ডি:) ১ম কোর্ট, চন্দননগর, হুগলী।

বিজ্ঞপ্তি

জিলা হুগলী, সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালত
রেফাঃ- অ্যাক্ট ৩৯ কেস নাম্বার ৭/২০২৫
দরখাস্তকারিনী - মহুয়া ব্যানার্জী

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে মল্লিক কাশিম হাট, পোঃ - চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জিলা - হুগলী, পিন ৭১২১০১, নিবাসী অনুমৃত অসীম কুমার ব্যানার্জী, পিতা - মৃত তারাপদ ব্যানার্জী, এবং তাহার স্ত্রী পারমিতা ব্যানার্জী, স্বামী - মৃত অসীম কুমার ব্যানার্জী ... [illegible] ... আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইতে পারেন।
দরখাস্তকারিনীর তরফ উকিলবাবু
শ্রী সন্দীপ কুমার শীল (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত
আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
জিলা - হুগলী, সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালত, 15/01/2026

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস
নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর,
মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করল পূর্ব রেল। বেহালার জেমস লং সরণির স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর। আরপিএফ-এর কুচকাওয়াজে পরে তিনি বলেন, ট্রেন পরিচালনায় নিরাপত্তাই পূর্ব রেলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি জানান, ২০২৫ সালের 'সেফটি শিল্ড' পুরস্কার পেয়েছে পূর্ব রেল। হাওড়া, বর্ধমান শাখায় 'কবচ' ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বছরে একাধিক নতুন এক্সপ্রেস ও বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়েছে। যাত্রীসুরক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য কাজের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

বিদ্যুৎ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত দিল্লির যশোভূমিতে ভারত বিদ্যুৎ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। এই ইভেন্টটি বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারক, শিল্প নেতা, প্রযুক্তি সরবরাহকারী, বিনিয়োগকারী এবং বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে।

এই শীর্ষ সম্মেলনে ৫০টিরও বেশি উচ্চ-স্তরের সম্মেলন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে ৩০০ জনেরও বেশি বক্তা, ১,০০০ প্রতিনিধি, ৫০০ জন প্রদর্শক এবং ২৫,০০০ এরও বেশি দর্শক অংশগ্রহণ করবেন। এই স্কেলের মাধ্যমে, এটি বিশ্বব্যাপী বৃহত্তম বিদ্যুৎ-কেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে। এই উদ্যোগটি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ইইপিসি ভারত) দ্বারা সমন্বিত, পাওয়ার গ্রিড (নোডাল এজেন্সি), এনটিপিসি, পিএফসি, আরইসি ও এনএইচপিসি এর যৌথ সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে।

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কলকাতা মেট্রো রেল জুড়ে উদযাপনের আবহ। মেট্রো রেল ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র। মেট্রো আরপিএফ-এর গার্ড অফ অনার গ্রহণ করে তিনি বলেন, কলকাতা মেট্রো আজ নগর যাতায়াতের মেরুদণ্ড। যাত্রী সংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে তিনি জানান, মেট্রো যাত্রাকে আরও সহজ ও আধুনিক করতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও চালু হচ্ছে সংস্থা। তাঁর কথায়, রিটার্ন জার্নির কিউআর কোড টিকিট চালু হয়েছে। খুব শিগগিরই মোবাইল ওয়ালেট ও পেমেন্ট অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটার ব্যবস্থাও আসছে, থাকবে ক্যানসেলেশনের সুবিধা।

পিপিপি মডেলে প্রস্তাবিত শপিং মল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার পিপিপি মডেলে জেলায় জেলায় প্রস্তাবিত শপিং মল গড়ে তুলতে কাজ শুরু করেছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দশটি শপিং মল সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্প এখন দরপত্রের পর্যায়ে রয়েছে, আর বাকি সাতটির ক্ষেত্রে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়ে গিয়েছে। যেসব জায়গায় ইতিমধ্যেই সমস্ত ছাড়পত্র মিলেছে, তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা, বহরমপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, দিঘা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুর। বাকি তেরোটি জেলায় জমি চিহ্নিত করার কাজ শেষ হয়েছে। তবে চারটি জেলায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত জমি পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে নবান্ন।

পিছিয়ে গেল বিধানসভার শেষ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভার শেষ অধিবেশন পিছিল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারি থেকে অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। অধিবেশন চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এই অধিবেশনে বিধানসভা ভোটের আগে তিন মাসের জন্য রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বা ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাব পেশ করা হবে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার কথা রয়েছে।

বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কিছু অনিবার্য কারণেই অধিবেশনের সূচি বদলাতে হয়েছে। তাঁর কথায়, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশ হবে। আমাদের কিছু অসুবিধার কারণে তারিখ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। বাজেটের দিন প্রথম সেশনে রাজ্যপালের ভাষণ হবে। দ্বিতীয় সেশনে বাজেট পেশ করা হবে।

আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ হওয়ার কথা ছিল এবং ৫ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা ছিল। নতুন সূচি অনুযায়ী বিধানসভা ভোটের আগে এটিই হবে বর্তমান সরকারের শেষ অধিবেশন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪ মাঘ ১৪৩২ বুধবার

মা তুঝে সালাম...

(১) রেড রোডে আয়োজিত ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) রেড রোডের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। (৩) প্রজাতন্ত্র দিবসে রেড রোডে প্যারেড।

ছবি- অদিতি সাহা

কড়া পদক্ষেপ নয়, হাইকোর্টের নির্দেশে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বস্তিতে বিরোধী দলনেতা

আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড শাসক দলের ব্যর্থতা, আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে ফের সাময়িক স্বস্তি পেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তদন্তে স্থগিতাদেশ না থাকলেও আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। ফলে আইনি লড়াই চললেও আপাতত রক্ষাকবচ বহাল থাকছে। লোকসভা ভোটের আবহে কোলাঘাটে শুভেন্দু অধিকারীর অফিসে পুলিশের আচমকা তল্লাশি ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। পুলিশের দাবি ছিল, বেআইনি কিছু মজুত আছে কি নাদ তা খতিয়ে দেখতেই অভিযান। তবে শুভেন্দুর পালটা অভিযোগ, গ্রেপ্তারের অজুহাত খুঁজতেই এই তল্লাশি। সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

প্রথম দফায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ তদন্ত বন্ধ না করলেও কড়া পদক্ষেপে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বর্তমানে মামলাটি শুনছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ। সেখানেই আগের নির্দেশ বহাল রেখে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

এর আগেও কোলাঘাট থানায় দায়ের স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর নিয়ে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, কঠোর পদক্ষেপ নয়। রাজ্য পুলিশের একাধিক এফআইআর ঘিরে চাপ বাড়লেও আদালতের অনুমতি ছাড়া ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না; এই অবস্থানেই আপাতত আইনি লড়াই চলবে।

অন্যদিকে, আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একের পর এক প্রাণহানির ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে তিনি এই ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা মানতে নারাজ। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, এটা প্রশাসনিক অবহেলা, অদক্ষতা ও শাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার ফল। শুভেন্দুর দাবি, এখনও পর্যন্ত আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে, নিখোঁজ রয়েছেন কুড়িরও বেশি শ্রমিক। বহু দেহ এতটাই দগ্ধ যে

শনাক্ত করা যায়নি। তাঁর বক্তব্য, অধিকাংশই খুব অল্প বয়সি, পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দার সংখ্যাই বেশি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস এলাকায় বেআইনিভাবে জমি বদল করে গড়ে উঠেছে একাধিক শিল্প ইউনিট। সেখানে কোনও নিয়ম না মেনেই গুদামে দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। বন্ধ গুদামের ভিতরে শ্রমিকদের রাত কাটাতে বাধ্য করা হয়েছিল। বেরোনোর রাস্তা নেই, সরু গলি, অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না, লেখেন তিনি।

অগ্নিকাণ্ডের বহু ঘণ্টা পরে দমকলমন্ত্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছন বলে অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, মন্ত্রী প্রশ্ন করছেন, কেন মানুষ গুদামে ছিল! এই প্রশ্নের উত্তর প্রশাসনকেই দিতে হবে। তাঁর দাবি, এএমআরআই থেকে বড়বাজার, আর এবার আনন্দপুর; একই ছবি বারবার ফিরে আসছে।

তিনি অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের কঠোর শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। পাশাপাশি জানান, বিজেপির স্বেচ্ছাসেবকরা এলাকায় রয়েছেন এবং বিধায়ক অশোক দিন্দা নিজে ত্রাণকার্যে নজরদারি রাখছেন।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বুকে যখন মানুষ আগুনে পুড়ে মরছে, তখন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী কোথায় লুকিয়ে? কলকাতা শহরে ফের এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক ঝড়। আনন্দপুরের ভয়াবহ আগুনে বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কার খবর সামনে আসতেই রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, সংকটের মুহূর্তে যাঁর সক্রিয় উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই দমকলমন্ত্রী কার্যত দৃশ্যপট থেকে উধাও। বিভিন্ন সূত্রের তথ্য তুলে ধরে সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় তিরিশ জনের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। অথচ প্রশাসনের তরফে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ না করে পরিস্থিতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও তাঁর অভিযোগ। পুলিশ ও প্রশাসনকে

দলনির্ভর আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, মৃতের সংখ্যা ও ঘটনার প্রকৃত ভয়াবহতা আড়াল করতেই এই নীরবতা। এত নিরীহ মানুষের প্রাণহানির দায় এড়ানোর কোনও সুযোগ নেই, সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজ্য সরকারকেই এর জবাব দিতে হবে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক তৎপরতা; সব ক্ষেত্রেই চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। তাঁর কথায়, একের পর এক অগ্নিকাণ্ড প্রমাণ করে দিচ্ছে, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আজ চরম অবহেলার।

পার্ক স্ট্রিটে মোবাইল ছিনতাই চক্রের পর্দাফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার প্রাণকেন্দ্র পার্ক স্ট্রিট ও আশপাশের এলাকা ক্রমে মোবাইল ছিনতাইকারীদের নিরাপদ ময়দান হয়ে উঠছে; তদন্তে এমনই উদ্বেগজনক ছবি পেয়েছে কলকাতা পুলিশ। ভিড়, রাতের ব্যস্ততা ও পর্যটকদের উপস্থিতিকেই হাতিয়ার করে সক্রিয় রয়েছে পকেটমার ও ছিনতাইয়ের সুসংগঠিত চক্র। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট ও রয়েড স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এক পথচারীর পকেট থেকে মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় মোবাইল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পার্ক স্ট্রিট থানা ও গোয়েন্দা বিভাগের ওয়াচ সেকশন। বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মল্লিকপুরের বাসিন্দা আরমান শেখকে (২৫)।

গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমারের বক্তব্য, ধৃত জেরায় স্বীকার করেছে, সে মোবাইল চুরি-ছিনতাই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। তার দেখানো জায়গা থেকেই উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া ফোন। পুলিশের অনুমান, পার্ক স্ট্রিট থেকে শেক্সপিয়র সরণি; একাধিক ঘটনার নেপথ্যে এই গ্যাং। রিমান্ডে নিয়ে জেরা করে পুরো নেটওয়ার্ক ভাঙার চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে পুলিশের সতর্কবার্তা, ভিড়ের মধ্যে এবং রাতে মোবাইল ব্যবহারে বাড়তি সাবধানতা জরুরি।

পিসি ভাইপোকে জেলে যেতে হবে, অন্যথায় আমেরিকা পালাতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পিসি ভাইপোকে জেলে যেতে হবে। অন্যথায় ব্যানার্জি পরিবারকে সোজা আমেরিকা পালাতে হবে। মঙ্গলবার বিকেলে জগদ্দলের জেজেআই মিল গেটের সভায় এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কটাক্ষ, একটা সময় যাদের সিমেন্ট, বালি, পাথরের ব্যবসা ছিল। এখন তাঁরা কোটি কোটি টাকার মালিক। বাংলায় কয়লা, বালি, পাথর সবই লুঠ করেছে। এদিন অর্জুন সিং বলেন, জুটশিল্প চাঙ্গা করতে সাংসদ থাকাকালীন তিনি লোকসভায় আওয়াজ তুলেছিলেন। কিন্তু ৩০ শতাংশ মানুষ আছেন যারা তৃণমূলকে ভোট দেন। তাঁরা কেন বর্তমান সাংসদকে জিজ্ঞেস করছেন না, জুটমিল বন্ধ কেন। শ্রমিক নেতার দাবি, ৩৪ বছর বাম শাসন এবং ১৫ বছর ঘাসফুল শাসন অর্থাৎ ৪৯ বছরে বাংলায় কলকারখানা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। একটাও নতুন কারখানা গড়ে ওঠেনি। শিল্পাঞ্চলের রুগ্ন দশা তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ডালডা, নিকো, এন পিটি, রামস্বরূপ-সহ সমস্ত কারখানা আজ বন্ধ। জুটমিলগুলো ধুঁকছে। জেজেআই জুটমিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তিন মাস বাদে তৃণমূল সরকার বিদায় নেবে। সুতরাং মিলটা ঠিকমতো চালান। আর মজদুরদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করুন। প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকরের মজদুর বিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে জগদ্দলের জেজেআই জুটমিল খোলার দাবিতে মঙ্গলবার জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে মিল গেটে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় এদিন ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে ও সোহন প্রসাদ চৌধুরী, জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, ভরত যাদব, উমেশ রায় প্রমুখ।

ভুয়ো বুকিংয়ের জালে দেশজুড়ে ফাঁদ, পর্দাফাঁস করল কলকাতা সাইবার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের নামী হোটেলের নামে নকল ওয়েবসাইট খুলে অনলাইনে প্রতারণার বিস্তৃত চক্রের হদিস পেল কলকাতা সাইবার ক্রাইম শাখা। তদন্তে নেমে মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত হুজাইফা শাব্বির দারবার (৪১)। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮৩ জন প্রতারিত হয়েছেন, যার মোট অঙ্ক ১৩ লক্ষ টাকারও বেশি। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই জালিয়াতির নেপথ্যে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক সক্রিয়। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করা অত্যন্ত জরুরি। পুলিশের দাবি, শুধু একজন নয়, এর সঙ্গে আরও একাধিক মাথা জড়িত।

তদন্তে জানা যায়, গত মে মাসে প্রতারকরা একাধিক নামী হোটেলের নামে ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করে। অনলাইনে বুকিংয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ইউপিআইয়ের

মাধ্যমে টাকা আদায়ই ছিল লক্ষ্য। বেহালার বড়িশার বাসিন্দা দেবজ্যোতি মল্লিক এই চক্রের অন্যতম শিকার। 'পুরী হোটেল'-এ ঘর বুকিংয়ের নামে প্রথমে এক টাকা, পরে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁর কাছ থেকে মোট ৪,৪৮০ টাকা নেওয়া হয়। নিজেকে 'হোটেল ম্যানেজার' পরিচয় দিয়ে প্রতারকরা ফোনে কথা বলে, ঘরের ছবিও পাঠায়। কিন্তু টাকা নেওয়ার পরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ১৯৩০ নম্বরে অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে সাইবার পুলিশ। ধরা পড়ে, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটটি বিদেশি ডোমেইনে হোস্ট করা। সেখান থেকেই সূত্র ধরে পুনের কন্ধওয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে মোবাইল, ল্যাপটপ ও পেন ড্রাইভ। পুলিশের দাবি, জেরায় অভিযুক্ত দোষ স্বীকার করেছে। ঘটনার পর সাইবার ক্রাইম শাখার সতর্কবার্তা, অনলাইন বুকিংয়ের আগে ওয়েবসাইট যাচাই না করে টাকা পাঠাবেন না।

নিষ্ক্রিয়তার স্থান নেই, ভোটের আগে তৃণমূলে কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠতেই শাসকদলে চরম সক্রিয়তার বার্তা। কিন্তু এই ব্যস্ততার আড়ালে থেকে কিছু নেতা যদি নিশ্চিন্তে বসে থাকার স্বপ্ন দেখেন, তা হলে তাঁরা মারাত্মক ভুল করছেন; এমনই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অন্দরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অলসতা বা গা-ছাড়া মনোভাব এবার সরাসরি শাস্তির মুখে ফেলবে জনপ্রতিনিধি হোক বা পদাধিকারী।

দলের এক শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য, ভোটের সময় বলে কারও কাজ না করার ছাড় নেই। শীর্ষ নেতৃত্ব যখন দিনরাত এক করে মাঠে, তখন নিষ্ক্রিয়তা বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর কথায়, এই নিষ্ক্রিয়তাই দলের সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। সম্প্রতি এক ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বার্তা দেন। তিনি বলেন, পদ আঁকড়ে বসে থাকলেই চলবে না। কাজের হিসেব দিতে হবে। এর পরেও গাফিলতি হলে দল ব্যবস্থা নেবে। এই বক্তব্যের পর থেকেই সংগঠনের অন্দরে বাড়ছে চাপ। তৃণমূল সূত্রে খবর, ভোট এমনিতেই 'পার হয়ে যাবে'; এই আত্মতুষ্ট মনোভাবেই অনেক নেতা মাঠে নামছেন না। কিন্তু এবার সেই ধারনা ভাঙতে বদ্ধপরিকর দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব সূত্রে প্রতিদিনের কাজের খোঁজ নিচ্ছেন। আইপ্যাকের রিপোর্ট, ওয়ার রুমের দৈনিক আপডেট; সব মিলিয়ে নজরদারি কড়াকড়ি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটা নিছক সতর্কবার্তা নয়, বরং সংগঠনের ভেতরে 'শুদ্ধিকরণ অভিযান'। আগামী কয়েক মাস যাঁরা দায়িত্বে ঢিলেমি দেবেন, তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে প্রশ্নের মুখে পড়বে, তা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

১৩১ জনের নামেই সিলমোহর, ডব্লিউবিসিএস ২০২৩ ফল প্রকাশে চাকরির দোরগোড়ায় সফলরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। অবশেষে প্রকাশিত হল ২০২৩ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল। মঙ্গলবার পাবলিক সার্ভিস কমিশন গ্রুপ 'এ' ও গ্রুপ 'বি'-র সফল প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সব মিলিয়ে মোট ১৩১ জন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন পরিষেবার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রুপ 'এ' ক্যাটিগরিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ) ও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিসে সমানভাবে ৪০ জন করে স্থান পেয়েছেন। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের অধীনে ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজ সার্ভিসে সুযোগ পেয়েছেন ৩০ জন। কো-অপারেটিভ সার্ভিসে নির্বাচিত ৩ জন যোগ দেবেন সমবায় দপ্তরে, আর লেবার সার্ভিসে রয়েছেন ২ জন প্রার্থী।

গ্রুপ 'বি'-তে উত্তীর্ণ ১৬ জন প্রার্থী রাজ্য পুলিশের অধীনে যোগ দেবেন, যাঁরা সাধারণত ডিএসপি পদে কর্মজীবন শুরু করবেন। কমন মেরিট লিস্টে প্রথম তিন স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে সৃজা নমশর্মা, সৌভিক চক্রবর্তী ও দেবজ্যোতি হালদার। পিএসসি সূত্রের দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

বাংলা ঘৃণার গান শোনে না, নবান্নে মমতার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তোপ অখিলেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, সারা দেশে যদি কেউ বিজেপির মোকাবিলা করে থাকেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অখিলেশের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে 'এসআইআর' ব্যবহার করে কার্যত এনআরসি চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি একসঙ্গে কাজ করে যত বেশি সম্ভব ভোটার বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। বহু মানুষকে নাগরিকত্ব প্রমাণে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গকে নিশানা করতেই এই প্রক্রিয়া।

মুখ্যমন্ত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ তুলে অখিলেশ বলেন, এসআইআর-এর অজুহাতে দিদিকে বিরক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলার মানুষের সঙ্গে তাঁর আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ আবার তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করবে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি যোগ করেন, ওরা সম্মানজনকভাবে হারার লড়াই লড়ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অখিলেশ বলেন, উত্তরপ্রদেশে বাংলার থেকেও বেশি ভোটার বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, বাংলা শুধু রাজনৈতিক একক নয়, সাংস্কৃতিক সত্ত্বা। এখানে রবীন্দ্রসংগীত শোনা হয়, ঘৃণার গান নয়। যারা ভাগ করতে চায়, তারা হারবে।

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ইডি-সিবিআই বিজেপির হাতিয়ার। মহারাষ্ট্রে এই সংস্থাগুলির জোরেই জয় এসেছে। খুশি যে দিদি ইডিকে হারিয়েছেন। শেষে মমতার সাহসিকতার প্রশংসা করে তাঁর পাশে থাকার বার্তাও দেন অখিলেশ যাদব।

কুয়াশার আড়ালে পারদ ঊর্ধ্বমুখী, তাপমাত্রা পৌঁছল ১৬ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জানুয়ারির শেষ প্রান্তে এসে আবহাওয়ার চরিত্রে স্পষ্ট বদলের ইঙ্গিত। ভোরে কুয়াশা থাকলেও দিনের বেলায় শীতের ধার অনেকটাই ফিকে। আবহাওয়া আপডেট অনুযায়ী, উত্তর থেকে দক্ষিণ; রাজ্যের সর্বত্রই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি কিংবা সামান্য বেশি ঘোরাফেরা করছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি। শীতের কামড় নয়, বরং বসন্তের আগমনী বার্তাই বেশি স্পষ্ট। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বক্তব্য, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রায় বড়সড় ওঠানামার সম্ভাবনা নেই। তবে সকালের দিকে কুয়াশা নজরে থাকবে। সেই অনুযায়ী আজকেও দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে, কিন্তু ভোরে ও সকালে কুয়াশা সমস্যা তৈরি করতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে; দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কুয়াশার প্রভাব বেশি। কোথাও কোথাও

দৃশ্যমানতা নেমে আসতে পারে কয়েকশো মিটারের মধ্যে। হাওয়া অফিসের মতে, সকালের রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা জরুরি। উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় ভোরে বাইক বা গাড়ি চালাতে সাবধান থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে আজকের বার্তা একটাই; শীত এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি, তবে তার দাপট আর আগের মতো নেই। কুয়াশার আড়ালে ধীরে ধীরে বাড়ছে উষ্ণতা।

সম্পাদকীয়

শিয়রে ভোট, ফের সিঙ্গুর অস্ত্রে শান দিতে তৎপর মমতা

সেই সিঙ্গুর। সেই জমি আন্দোলন। ভোট আসতেই ফের সেই 'লাকি' সিঙ্গুরে নজর তৃণমূলনেত্রীর। শুরু হয়ে গিয়েছে সিঙ্গুর অস্ত্রে শান দেওয়ার কাজ। প্রায় দু'দশক আগের সিঙ্গুর আন্দোলন ক্ষমতায় এনেছিল মমতাকে। আজকের প্রজন্মের কাছে সেই ইতিহাস অনেকটাই ফিকে। নির্বাচনের মুখে তাকে চাঙ্গা করতে মরিয়া এখন শাসকদল। মনে করুন, দু'দশক আগের কথা। তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নিরুপম সেন, শ্যামল চক্রবর্তীরা সিঙ্গুরে সভা করলেই তার পাল্টা সভা করতে ছুটে যেতেন মমতা, মুকুল রায়, মদন মিত্ররা। দু'দশক পরে প্রধানমন্ত্রী মোদির পাল্টা সভা করতে সেই সিঙ্গুরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে ভোটের ঠিক আগে ফের শিরোনামে সিঙ্গুর। শিল্প বনাম কৃষি নয়। তৃণমূল বনাম সিপিএম নয়। এবার লক্ষ্য মোদি। তাঁকে জবাব দিতেই যাচ্ছেন মমতা। কালের নিয়মে হারিয়ে যেতে বসেছে বামেরা। এখন তাই তৃণমূলনেত্রীর টার্গেট মোদি। প্রশ্ন হল, সেই সিঙ্গুর কি আর আছে? আজও কি মমতার কথায় উদ্বেল হয় সিঙ্গুরবাসী? জমি ফেরত পেলেও চরম হতাশ জমিহারারা। একদা তিন ফসলি জমি আজ কার্যত বন্ধ্যা। না আছে চাষবাস, না আছে শিল্প। আজকের সিঙ্গুর আন্দোলনের চোরাগলিতে হারিয়ে গিয়েছে। যে যার মতো রাজনীতির ফসল তুলে নিয়ে গিয়েছে। সিঙ্গুর কিন্তু আজও অন্ধকারে। জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন মমতা শুরু করেছিলেন এই সিঙ্গুর থেকেই। প্রথম পর্বে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে ২৬ দিন অনশন। তারপর দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে স্তব্ধ করে দিয়ে টানা অবস্থান, ধরনা কর্মসূচি। যা বামেদের পায়ের তলা থেকে জমি কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু সময় বদলে গিয়েছে। এটা ২০২৬ সাল। রাজ্যে কড়া নাড়ছে বিধানসভা ভোট। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে একাধিক কেলেঙ্কারি, গরুপাচার, কয়লাপাচার মামলায় বিদ্ধ তৃণমূল সরকার। সামনে শুধুই অন্ধকার। তাই আলো খুঁজতে ফের সেই সিঙ্গুরকেই আঁকড়ে ধরছেন তৃণমূলনেত্রী। এখন দেখার দু'দশক পেরিয়ে আসা সিঙ্গুরের জনগণ কতটা গ্রহণ করেন আজকের শাসককে।

শব্দছক ৫৫

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. দোষারোপ ৪. ভুল বকা ৬. লবণ ৭. আলজিভ ৯. অধঃপাতে যাওয়া ১১. সাদা ১৪. পাখির ডাক ১৬. মানুষজনের দ্বারা হৈ-হল্লা ১৯. কড়াই দানাশষ্য ২০. মনের প্রকাশ ২১. অরণ্য ২২. কার্তিকেয়

ওপর-নিচ: ১. বিনিত আবেদন ২. ভিন্ন ৩. গড়াপেটা-র ইংরাজী প্রতিশব্দ ৪. অনুরাগের অভাব ৫. পাঠ ৮. কথা ৯. স্রোতহীন নিম্ন জলাভূমি ১০. মাথা ১২. ত্যাগ ১৩. কপা ১৪. বদরী ১৫. গুজরাটের নল সরোবরটি যে অরণ্যে বা বনে ১৬. জলে জাত ১৭. মোলায়ে ১৮. আনন্দ ২০. অছিলা

সমাধান ৫৪ — পাশাপাশি: ১. বিহ্বল ৩. কবিরাজ ৫. বচসা ৬. রাণা ৭. ইন্দ্রপ্রস্থ ৯. বক্তব্য ১০. অভাবি ১২. কাকভোর ১৪. রত ১৫. কস্মিন ১৭. কর্মক্ষম ১৮. তপন

ওপর-নিচ : ১. বিশ্ব ২. লবণাক্ত ৩. কসাই ৪. জলস্থ ৬. রাবনিক ৮. প্রভাবিত ১১. ভারনত ১২. কার্তিক ১৩. রকম ১৬. টান

আজকের দিন

■ **১৫৪৭**— ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি মারা যান এবং এডওয়ার্ড রাজা হন।

■ **১৯৫০** — ভারত প্রজাতন্ত্র হওয়ার দুই দিন পর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

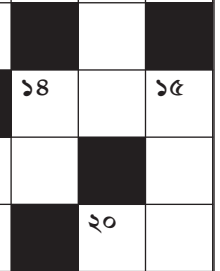

■ **১৯৮৬** - স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার উড়ানের ৭৩ সেকেন্ড পরেই বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে সাতজন ক্রু সদস্য নিহত হন।

জন্মদিন

লালা লাজপত রায়

১৮৬৫ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যাণপুরের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রুতি হাসানের জন্মদিন।*

উগ্র মৌলবাদের অন্ধকার বনাম ভারতের প্রদীপ্ত গণতন্ত্র

শুভজিৎ বসাক

উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বর্তমানে যে ভারত-বিদ্বেষী হাওয়া তৈরির চেষ্টা চলছে, তার পেছনে রয়েছে এক উগ্র মৌলবাদী চক্রের নোংরা রাজনৈতিক খেলা। এই মৌলবাদী শক্তিগুলো আজ পাকিস্তানের মতো এমন সব দেশের আদর্শে মত্ত, যারা নিজেরা আজ দেউলিয়া হওয়ার পথে। বাস্তবতা দেখুন;ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার যেখানে ৬০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে আকাশ ছুঁয়েছে, সেখানে পাকিস্তান মাত্র ১০-১২ বিলিয়ন ডলার নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরছে। ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যেখানে ৭ শতাংশের ঘরে স্থির, সেখানে পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতি ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। উগ্র মৌলবাদকে পুঁজি করে যারা অশান্তি ছড়াতে চায়, ইতিহাস সাক্ষী; তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের দেশকে 'ব্যর্থ রাষ্ট্রে' পরিণত করেছে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য; মৌলবাদ শুধু রক্ত আর অন্ধকারই এনেছে; শিক্ষা, বিজ্ঞান বা অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেনি।

আজ ২৬শে জানুয়ারি, ২০২৬। ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস। দিল্লির 'কর্তব্যপথ' থেকে শুরু করে প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে আজ যে তেরঙ্গা উড়ছে, তা কেবল কোনো কাপড়ের টুকরো নয়; এটি আমাদের কোটি কোটি মানুষের লড়াই, আত্মত্যাগ আর অদম্য জেদের এক জীবন্ত দলিল। ভারতের ইতিহাসকে তার ভৌগোলিক সীমান্তের গণ্ডিতে আটকে রাখা অসম্ভব। বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভারতের সরাসরি সমর্থন আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে নারকীয় বর্বরতা চালিয়েছিল, তা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে অন্যতম জঘন্যতম গণহত্যা। টাইম ম্যাগাজিন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, মাত্র ৯ মাসে পাকিস্তানিরা ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিল এবং ৪ লক্ষ নারী তাদের বিকৃত যৌন লালসার শিকার হয়েছিলেন।

সেই চরম বিপদের দিনে ভারত যদি তার সীমান্ত খুলে দিয়ে ১ কোটি মানুষকে আশ্রয় না দিত এবং প্রতিদিন তৎকালীন মূল্যে প্রায় ৭ কোটি টাকা রিফিউজি ক্যাম্পের পেছনে খরচ না করত, তবে সেই মানবিক বিপর্যয় কল্পনাকেও হার মানাত। যুদ্ধের ময়দানে ভারত মাত্র ১৩ দিনে পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩০০০ সৈন্যকে মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল; যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ। সেই সময়ের তথাকথিত বিশ্বশক্তির 'সপ্তম নৌবহরের' হুমকিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারত শুধু একটি ভূখণ্ডকে স্বাধীন করেনি, বরং একটি নতুন জাতির জন্মদাত্রী হিসেবে নিজেকে বিশ্বমঞ্চে প্রমাণ করেছিল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ভারত-বিদ্বেষী প্রচারণার নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এবং তারা ভারতের উন্নতিকে বাধা দিতে চায়, তখন তথ্যের নিরিখে তাদের চোখের সামনে আয়না ধরা দরকার। ভারত শুধু বাংলাদেশের দুর্দিনের বন্ধু নয়, আজও দেশটির অর্থনীতির প্রধান মেরুদণ্ড। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের মোট আমদানির প্রায় ১৪-১৫ শতাংশ আসে ভারত থেকে, যার বার্ষিক মূল্য প্রায় ১২-১৫ বিলিয়ন ডলার। পেঁয়াজ (মোট আমদানির ৮০ শতাংশ), চাল, ডাল আর গমের মতো নিত্যপণ্যের এক বিশাল জোগান দেয় ভারত। শুধু তা-ই নয়, ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত থেকে গ্রিডের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে বলেই বাংলাদেশের কলকারখানার চাকা আজও সচল। এছাড়া 'লাইন অফ ক্রেডিট' (LoC)-এর আওতায় প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে ভারত যে সহমর্মিতা দেখিয়েছে, তাকে 'দাদাগিরি' বলা শুধু ভুল নয়, বরং চরম অকৃতজ্ঞতা। এই অকৃত্রিম নির্ভরতাকে অস্বীকার করা মানে নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।

উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বর্তমানে যে ভারত-বিদ্বেষী হাওয়া তৈরির চেষ্টা চলছে, তার পেছনে রয়েছে এক উগ্র মৌলবাদী চক্রের নোংরা রাজনৈতিক খেলা। এই মৌলবাদী শক্তিগুলো আজ পাকিস্তানের মতো এমন সব দেশের আদর্শে মত্ত, যারা নিজেরা আজ দেউলিয়া হওয়ার পথে। বাস্তবতা দেখুন;ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার যেখানে ৬০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে আকাশ ছুঁয়েছে, সেখানে পাকিস্তান মাত্র ১০-১২ বিলিয়ন ডলার নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরছে। ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যেখানে ৭ শতাংশের ঘরে স্থির, সেখানে পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতি ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। উগ্র মৌলবাদকে পুঁজি করে যারা অশান্তি ছড়াতে চায়, ইতিহাস সাক্ষী; তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের দেশকে 'ব্যর্থ রাষ্ট্রে' পরিণত করেছে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য; মৌলবাদ শুধু রক্ত আর অন্ধকারই এনেছে; শিক্ষা, বিজ্ঞান বা অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেনি।

ভারতের এই আত্মবিশ্বাস শুধু ফাঁকা বুলি নয়, এর পেছনে রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান আর অদম্য মেধার সাফল্য। ভারত যখন বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩-এর 'বিক্রম' ল্যান্ডারকে সফলভাবে নামায়, তখন তা বিশ্বকে দেখিয়ে দেয় আমাদের কারিগরি শ্রেষ্ঠত্ব।

মাত্র ৬১৫ কোটি টাকা (৭৫ মিলিয়ন ডলার) বাজেটে ভারত যা করে দেখিয়েছে, তা নাসা বা রসকসমসের অনেক দামী মিশনকেও হার মানায়। আজ বিশ্বের ৫০০টি সেরা কোম্পানির ১৫ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে শীর্ষ নেতৃত্বে রয়েছে ভারতীয় মেধা। ভারত আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, যেখানে ১১৫টির বেশি 'ইউনিকর্ন' দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভারত আজ শুধু জনশক্তি নয়, বিশ্ব অর্থনীতির আসল ইঞ্জিন।

ভারতের এই পথচলা ফুলে ভরা ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকে বারবার খাদ্যসংকট আর যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাদের। ষাটের দশকের সেই হাহাকার জয় করে 'সবুজ বিপ্লব'-এর মাধ্যমে ভারত আজ বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা আজ বিশ্বে দুধ উৎপাদনে প্রথম এবং চাল ও গম উৎপাদনে দ্বিতীয়। এমনকি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এখন আমরা বিদেশ থেকে কিনি না, বরং গত অর্থবর্ষে রেকর্ড ১৬০০০ কোটি টাকার অস্ত্র রপ্তানি করেছি। UPI লেনদেনের মাধ্যমে বিশ্বের মোট রিয়েল-টাইম পেমেন্টের ৪৬ শতাংশ আজ ভারতের নিয়ন্ত্রণে; এটিই হলো আধুনিক ভারতের ডিজিটাল বিপ্লব। ভারত বিশ্বকে শিখিয়েছে যে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভয়ের কাছে মাথা নত করা কাপুরুষতা। ভয় আসলে কেবল একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া; কিন্তু সেই ভয়কে তথ্যের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসের সাথে জয় করাই হলো ভারতীয় ডিএনএ-র বৈশিষ্ট্য।

আজকের এই প্রজাতন্ত্র দিবসে দাঁড়িয়ে আমাদের স্পষ্ট বলা প্রয়োজন; ভারত কোনো দুর্বল দেশ নয়, এটি একটি জীবন্ত চেতনা। যারা ভারতের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তাদের বোঝা উচিত ভারত কখনোই অন্যের ক্ষতি চায়নি।

কিন্তু ভারতের সহনশীলতাকে দুর্বলতা ভাবলে তা হবে চরম ভুল। ভারত আজ জি-২০ এর মতো মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্ব শান্তির কথা বলে এবং ৮ লাখ কোটি টাকা বা ৮ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে মহাকাশ জয়; ভারত আজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। যারা ইতিহাস ভুলে মৌলবাদের অন্ধ গলিতে ঢুকছে, সময় তাদের ক্ষমা করবে না; কিন্তু ভারত তার ঐতিহ্য আর শক্তিকে সঙ্গী করে বীরদর্পে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাবেই। জয় হিন্দ।।

সবুজের প্রতিশোধ: সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রকৃতির নীরব যুদ্ধ

অক্ষয় বর্মন

মানুষ একদিন ভেবেছিল প্রকৃতিকে জয় করেছে। বন কেটে শহর গড়েছে, নদী বেঁধে বিদ্যুৎ এনেছে, পাহাড় ভেঙে রাস্তা বানিয়েছে। উন্নয়নের এই উল্লাসে প্রকৃতি নীরবে সহ্য করেছে সব আঘাত। কিন্তু সেই নীরবতাই আজ ভেঙে পড়ছে একের পর এক বিপর্যয়ে। 'সবুজের প্রতিশোধ' আজ আর কোনও কাব্যিক শব্দবন্ধ নয়, বরং সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক নির্মম বাস্তবতা।

গত কয়েক দশকে পৃথিবীর পরিবেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা অভূতপূর্ব। বনভূমি উজাড়, জলাভূমি ভরাট ও জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারে বিশ্ব উষ্ণায়ন বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে। ফলস্বরূপ জলবায়ুর চরিত্র বদলে গেছে। কখনও অসময়ে প্রবল বৃষ্টি, কখনও দীর্ঘ খরা, কখনও ভয়াবহ তাপপ্রবাহ প্রকৃতি যেন তার হারানো ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে মরিয়া।

ভারতের প্রেক্ষাপটে এই সংকট আরও স্পষ্ট। হিমালয় অঞ্চলে লাগাতার ভূমিধস, উত্তর ও পূর্ব ভারতে বারবার বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি;সবই পরিবেশ ধ্বংসের প্রত্যক্ষ ফল। পাহাড় কেটে রাস্তা ও রিসর্ট নির্মাণ পাহাড়ের স্বাভাবিক গঠন দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে সামান্য অতিবৃষ্টিতেই নেমে আসছে মৃত্যু আর ধ্বংস।

শুধু পাহাড় নয়, নদীর ক্ষেত্রেও মানুষের লোভ সীমাহীন। অবৈধ বালি উত্তোলন, নদী বাঁধ ও দূষণের কারণে নদীগুলি তাদের স্বাভাবিক গতিপথ হারাচ্ছে। এর ফলেই বর্ষায় বন্যা আর গ্রীষ্মে জলসংকট দুই বিপরীত বিপর্যয় একসঙ্গে দেখা দিচ্ছে। নদী যেন জানিয়ে দিচ্ছে, তার স্বাধীনতা কেড়ে নিলে মানুষকেই তার মূল্য দিতে হবে।

শহরাঞ্চলে সবুজের প্রতিশোধ আরও দৃশ্যমান। নগরায়নের চাপে গাছপালা কমে গিয়ে বেড়েছে কংক্রিটের আস্তরণ। খাল-বিল ভরাট করে গড়ে ওঠা বহুতল শহরের প্রাকৃতিক জলনিকাশি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই শহর পরিণত হচ্ছে জলমগ্ন দ্বীপে। একই সঙ্গে বেড়েছে তাপমাত্রা। 'হিট আইল্যান্ড' প্রভাবের ফলে শহরের গরম গ্রামাঞ্চলের তুলনায় কয়েক ডিগ্রি বেশি। পরিবেশের এই অবনতির সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কৃষকরা পড়ছেন অনিশ্চিত মৌসুমের ফাঁদে। কখনও অতিবৃষ্টি ফসল নষ্ট করছে, কখনও খরায় মাঠ ফেটে যাচ্ছে। মৎস্যজীবীরা হারাচ্ছেন জীবিকা, বননির্ভর মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন। অথচ এই সংকট সৃষ্টির পেছনে তাদের ভূমিকা সবচেয়ে কম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সবুজের প্রতিশোধ আসলে আমাদের ভুল উন্নয়ন মডেলের প্রতিফলন। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। গাছ শুধু অক্সিজেন দেয় না, মাটি ধরে রাখে, জল সংরক্ষণ করে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে। একটি বন ধ্বংস মানে হাজারো প্রজাতির বাসস্থান হারানো এবং মানুষের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়া।

তবে এই অন্ধকার ছবির মধ্যেও আশার আলো আছে। এখনো সময় আছে সংশোধনের। বৃক্ষরোপণ, বন সংরক্ষণ, নদী পুনরুদ্ধার, প্লাস্টিক ব্যবহার হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে প্রকৃতির সঙ্গে নতুন করে সহাবস্থানের পথ তৈরি করা সম্ভব। পরিবেশবান্ধব উন্নয়নই হতে পারে আগামীর একমাত্র দিশা।

সরকারি নীতি ও আইনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা অপরিহার্য। শুধু প্রশাসনের দিকে আঙুল তুললে হবে না। প্রতিটি নাগরিককে বুঝতে হবে, প্রকৃতি রক্ষা মানেই নিজের ভবিষ্যৎ রক্ষা। আজ যদি আমরা সবুজকে বাঁচাতে না পারি, তবে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

সবুজের প্রতিশোধ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, বরং এক কঠিন সতর্কবার্তা। প্রকৃতি জানিয়ে দিচ্ছে তার সীমা লঙ্ঘন করলে মূল্য চুকোতেই হবে। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে প্রকৃতির শত্রু হয়ে ধ্বংসের পথে এগোব, নাকি তার বন্ধু হয়ে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব।

চাষবাস

হিমাচল প্রদেশকে বলা হয় ভারতের ফলের পাত্র। রাজ্যটি সবচেয়ে বিখ্যাত হাজার হাজার হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত আপেল বাগানের জন্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্যামুয়েল ইভান্স স্টোকস কোটগড়ে আমেরিকান আপেলের জাত নিয়ে আসায় সেখানে আপেল চাষ শুরু হয় যখন। আজ, হিমাচল প্রদেশ ভারতের মোট আপেল উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন করে। যার মধ্যে সিমলা, কিন্নৌর এবং কুল্লুর মতো জেলাগুলি এগিয়ে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুই দিনাজপুরে রেল বিপ্লব

গাজোল-ইটাহার ও বুনিয়াদপুর-ইটাহার প্রকল্পে চূড়ান্ত অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। জেলা দুটির যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বড়সড় মাইলফলক স্পর্শ করে অবশেষে রেলমন্ত্রকের সবুজ সংকেত পেল গাজোল-ইটাহার এবং বুনিয়াদপুর-ইটাহার রেল সংযোগ প্রকল্প। মঙ্গলবার একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এই সুখবরটি নিশ্চিত করেছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, 'বহুকাতি এই দুটি রেল প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য রেলমন্ত্রক থেকে ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নতুন রেল সংযোগ বাস্তবায়িত হলে দুই জেলার আর্থ-সামাজিক চিত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, এই অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে প্রকল্প দুটির কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তদ্বির করেছিলেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'আমি রেলমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যাতে দীর্ঘদিনের এই দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন এবং কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন।' এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দারা দুই জেলার মধ্যে যোগাযোগের সমন্বয়ের জন্য উন্নত রেল পরিষেবার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। গাজোল ও বুনিয়াদপুরের সঙ্গে ইটাহারের সংযোগ গড়ে উঠলে একদিকে যেমন যাতায়াতের সময় কমবে, অন্যদিকে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণেও গতি আসবে। রেল সম্প্রসারণের ধীর গতি নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল, এই ঘোষণার ফলে তা খুশির হাওয়ায় পরিণত হয়েছে। জেলার বিশিষ্ট মহলের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জেলাগুলির সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা এক নতুন মাত্রা পাবে।

১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার উদ্বোধন করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাধাইপুর: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত এলাকায় মাধাইপুর কোলিয়ারি থেকে পানশিউলি গ্রামে পর্যন্ত ২.৫ কিমি একটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস হল মঙ্গলবার। এই রাস্তাটি তৈরি করতে খরচ হবে আনুমানিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৮৪ টাকা। এলাকার মানুষের সুবিধার্থে তৈরি হবে এই রাস্তা। রাস্তার কাজের এই শিলান্যাস করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এ দিনের এই অনুষ্ঠানে বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক ছিলেন গোগলা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদি ও তৃণমূলের অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা।

বিধায়ক জানান, 'এলাকার মানুষের বহুদিনের চাহিদা ছিল এই রাস্তাটি তৈরি হোক। পাণ্ডবেশ্বর এই যে উন্নয়নের বন্যা বইছে, এই রাস্তাটির তারই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত।' বিধায়ক আরও জানান, 'প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় এত বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে রাস্তা তৈরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দ্বারাই সম্ভব।' বিরোধী দল বিজেপিকে কটাক্ষ করে বিধায়ক জানান, 'বিজেপির নেতা, নেত্রীরা বলে থাকেন পাণ্ডবেশ্বরে উন্নয়ন হয়নি। মনে হয় তাদের চোখে ছানি পড়েছে। সেটা অপারেশন করানো দরকার, কেননা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আজকের এই রাস্তাটির শিলান্যাস তারই প্রমাণ।'

দোকানে ভয়াবহ আগুন, অগ্নিদগ্ধ এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হলেন এক মহিলা। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে একটি লেপ তোশক তৈরির দোকানে। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো সোমবার সন্ধ্যায় দোকানে বসে নামাজ পড়ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সি তাবাস্যুম বেগম। দোকানে মশা মারার জন্য ধুপকাঠি জ্বালানো হয়েছিল। সেখান থেকে কোনওভাবে আগুন লেগে যায় তুলোর বস্তায়। দোকানে বিপুল পরিমাণে তুলোর বস্তা মজুদ থাকায় আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা দোকান। স্থানীয়রা আগুন জ্বলতে দেখে ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন নেভাতে ব্যর্থ হওয়ায় দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের কর্মীরা। তবে আগুনে শরীরের বেশ কিছুটা অংশ আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হন তাবাস্যুম বেগম নামের ওই মহিলা। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা খবর পেয়ে ছুটে আসেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও এক মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন বলে তারা জানতে পেরেছেন।

কংগ্রেসের প্রতিবাদ চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এসআইআরে শুনানির নামে হয়রানির প্রতিবাদে হুগলি জেলা কংগ্রেসের ডাকে চুঁচুড়া ঘড়ির মোরে মঙ্গলবার কংগ্রেসের বিক্ষোভ আন্দোলন পথসভা ও জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিল। এদিন দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত ঘড়ির মোড়ে চলে পথসভা বিক্ষোভ আন্দোলন অবশেষে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিল হুগলি জেলা এক কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত মুখার্জির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। জেলার নানা প্রান্ত থেকে কংগ্রেস কর্মীরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হলেন বক্তারা তাদের বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিলেন এসআইআর এ শুনানির নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই কংগ্রেস আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে, নির্বাচন কমিশন যদি অবিলম্বে এর সমাধান না করে কংগ্রেস ব্লকে ব্লকে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তীব্র আন্দোলনে নামবে। জেলা কংগ্রেস এক সভাপতি সুব্রত মুখার্জি বলেন, 'আমরা জেলা শাসকের কাছে এই ব্যাপার নিয়ে ডেপুটেশন দিলাম। তাঁকে বললাম নির্বাচন কমিশনের এসআইআর শুনানিতে সাধারণ মানুষকে শুধু শুধু হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এমনকি ৮০-৮৫ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে অসুস্থ শরীরে শুনানিতে হাজির হতে হচ্ছে। যেখানে তাদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি হওয়ার কথা। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে কংগ্রেস সাধারণ মানুষকে নিয়ে গ্রামেগঞ্জে ব্লকে ব্লকে টাউন গুলোতে তীব্র আন্দোলন করবে। কারুর নাম নামের অক্ষর নিয়েও তাকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে এটা হয়রানি ছাড়া কি।' এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস এক সভাপতি সুব্রত মুখার্জি, প্রদেশ কংগ্রেস সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত মুখার্জি, রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব, কংগ্রেস নেত্রী ডালিয়া দে, পম্পা বিশ্বাস, রোশনি দে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

গুরুকুল পাবলিক স্কুলে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রদ্ধার সাথে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল শিলিগুড়ির গুরুকুল পাবলিক স্কুল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। এদিন চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া বহ্নিদিপ্তা সরকার জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এবং দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে দেশমাতৃকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কচিকাঁচাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে। গুরুকুল স্কুল কর্তৃপক্ষের মতে, পড়ালেখার পাশাপাশি শিশুদের মনে দেশের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলাই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

খসড়া তালিকায় দুই হাজারের বেশি মানুষ 'নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকায় দুই হাজারের বেশি মানুষকে 'নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন' এর তকমা দেওয়া হয়েছে। এমনই একাধিক পিডিএফ ঘুরছে সন্দেশখালি বিধানসভার ১-নম্বর ব্লকের বয়ারমারি দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। সেই তালিকায় একটি পঞ্চায়েতেই ২২৫৩ জনকে নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যাপক ভীতির সঞ্চার হয়েছে। মানুষের দাবি তারা বংশ পরম্পরায় ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের বেনাগরিক করা হয়েছে। বিজেপি সন্দেশখালির মন্ডল সভাপতি রবীন দাস স্বীকার করেছেন, তারাই ফর্ম পূরণ করে এই কাজ করেছে। কয়েকদিন আগেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, আর সেই খসড়া তালিকায় ২২৫৩ জনকে নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসেবে দেখানো হয়েছে। এলাকার ভোটারদের অভিযোগ তারা এদেশীয়, এখানেই বসবাস করে আসছে পূর্বপুরুষ ধরে। ২০০২-এ ভোটার লিস্টে নাম থাকার পরেও কিভাবে তাদের নট ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাবে প্রকাশ করা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয় তালিকায় জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বলেও দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির মন্ডল সভাপতির দাবি, তারাই সেভেন ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়েছেন। তাঁর দাবি বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের কি ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখানো হয়েছিল, তারা ফর্ম সেভেন জমা দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন চিহ্নিত করে এই সমস্ত ভোটারদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোনও ভারতীয়কে বাদ দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, ফর্ম সেভেন ফিলাপ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য ভারতীয়দেরকেই অনুপ্রবেশের তকমা দিতে চাইছে। জীবিত অথবা ভারতীয় নাগরিক তাদেরকেই মৃত দেখানো হচ্ছে। ফর্ম সেভেন জমা দেওয়ার পর বিএলও বা ইআরও তারাও দেখেননি যে ভারতীয়দেরকেই ফর্ম সেভেন জমা দেওয়া হচ্ছে। সবটাই রাজনীতি করার জন্য বিজেপি এই ধরনের নোংরা খেলায় নেমেছে বলেই দাবি সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর। তিনি আরও দাবি করেছেন নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করায় সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এরফল বিজেপিকে ভুগতে হবে।

রাঢ়বঙ্গের জেলায় আগামী ডান্স একাডেমি-র নিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া জেলার অন্যতম নৃত্য প্রতিষ্ঠান আগামী ডান্স একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান ও নৃত্য উৎসব ২০২৬। অনুষ্ঠান সূচনা হয় আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধামসা, মাদলের তালে। অনুষ্ঠানে আগামী ডান্স একাডেমির

শতাধিক ছাত্রছাত্রী তাঁদের নৃত্যশিল্পের মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা তুলে ধরে। পাশাপাশি ছিল বাঁকুড়া ডান্স গ্রুপ অ্যাসোসিয়েশন-এর নৃত্যানুষ্ঠান, প্রান্তিক শিশুদের পরিবেশনা, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান যা সমগ্র অনুষ্ঠানকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধ। অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী নৃত্যনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা'। আগামী ডান্স একাডেমির কর্ণধার ও অধ্যক্ষ অনির্বাণ দাস-এর সুদক্ষ প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ নৃত্যশৈলীর পরিচয় দেয়। বিশেষ করে কিশোর ও কিশোরী ছাত্রীদের দ্বারা পুরুষ দস্যুর চরিত্রে অভিনয় করানো অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হলেও তা ছিল প্রশংসনীয়। মুখ্য চরিত্র বাল্মিকীর ভূমিকায় অভিনয় করেন অনির্বাণ দাস নিজেই, যার ভাবরসপূর্ণ অভিনয় মুগ্ধ করে পুরো দর্শকমন্ডলীকে।

অনুষ্ঠান মঞ্চে শিক্ষামন্ত্রী

ব্যানারে লেখা 'কলেজ' বানান ভুল নিয়ে নিন্দার ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: মঞ্চের বড় ব্যানারে বড় বড় হরফে লেখা 'কলেজ' বানানটা ভুল। অনুষ্ঠান করে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অথচ নজরে পড়ল না তাঁর। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড়। যে অনুষ্ঠানের মধ্যমণি প্রধান অতিথি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে লাগানো ব্যানারে 'কলেজ' বানান ভুল নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই অনেকে সমাজ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন। মূল মঞ্চের ব্যানারে ইংরেজিতে COLLAGE লেখা রয়েছে যা ঘিরে বিতর্ক। কলেজের প্রিন্সিপালের সাফাই এটা প্রিন্টিং থেকে মিসটেক হয়েছে অনুষ্ঠানের আগের দিন অনেক রাতে লাগানো হয়েছিল তাই খেয়াল করেনি। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায় ব্যানার টানানোর আগে কেন তা দেখা না হলো না! বা টানানোর পরেও কারো নজরে পরলো না যেখানে বড় বড় করে লেখা গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ অথচ 'কলেজ' লেখার বানানটাই ভুল! শিক্ষা মন্ত্রী-সহ যারা অনুষ্ঠানে ছিলেন তারাও বা কেন ভুল ধরতে পারলেন না এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।সোমবার গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের তরফে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নতুন তৈরি পিজি বিল্ডিং (পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের জন্য বিল্ডিং) এর উদ্বোধন করা হয়। এখানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু গোবরডাঙা পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত, কলেজের প্রিন্সিপাল হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভুল লেখা কারো নজরে পড়ল না! প্রিন্সিপালের অবশ্য সাফাই তাদের নজরে আসার পর ভুল সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে এটা প্রিন্টিং থেকে মিস্টেক করেছে এবং শেষ মুহূর্তে করায় বানানের প্রুফ দেখা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিজেপির তরফেও শিক্ষার বর্তমান হাল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত নিজে আবার অন্য যুক্তি খাড়া করলেন প্রধানমন্ত্রীও তো বঙ্কিম দাদা বলেছিলেন! কলেজের অনুষ্ঠানে 'কলেজ' লেখা বানান ভুলের সঙ্গে এই যুক্তি কি আদৌ খাটে এটাও প্রশ্ন রইল।

দুঃসময়ে পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কথা দিয়ে কথা রাখলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। মানবিকতার নজির গড়ে আরামবাগ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অর্জুনপাড়ায় এক দুঃস্থ পরিবারের অগ্নিদগ্ধ বাড়ি নতুন করে নির্মাণ করে দিলেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর। হঠাৎ শর্ট সার্কিটের জেরে আগুনে পুড়ে যায় এলাকার বাসিন্দা নিরাপদ মুর্মুর অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় ঘরের আসবাবপত্র-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র। চরম বিপদের মুখে পড়ে পরিবারটি।

ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে যান বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পৌর মণ্ডলের সভাপতি সুমন তেওয়ারি, সঞ্জীব হেলা-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বাড়ির অবস্থা খতিয়ে দেখে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নিজের উদ্যোগে বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করে দেওয়ার আশ্বাস দেন বিধায়ক। মঙ্গলবার বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় নিরাপদ মুর্মুর বাড়িতে যান বিমান ঘোষ। তাঁকে সামনে পেয়ে আবেগে ভেঙে পড়েন নিরাপদবাবুর মা পানমণি মুর্মু। বিধায়ককে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে নিরাপদ মুর্মু বলেন, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি। বিধায়কের মানবিক উদ্যোগে আমাদের পরিবার আবার মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল।' এ বিষয়ে বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'যেদিন শর্ট সার্কিটে বাড়িটি পুড়ে যায়, সেদিন আমি এসে মাকে কথা দিয়েছিলাম আমার সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য করব। বাড়ির ছাদ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেটি ঠিক করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আজ এসে দেখলাম কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পরিবারের সদস্যরা কেমন আছেন, সেটাও দেখে গেলাম।' বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগে এলাকায় প্রশংসার সুর শোনা যাচ্ছে। দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়ে এক দুঃস্থ পরিবারের মুখে ফের হাসি ফোটালেন জনপ্রতিনিধি;এমনটাই বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৩২, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

শ্রী নিখিলেশ বিশ্বাস পিতা শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস এবং শ্রীমতি অসীমা বিশ্বাস স্বামী শ্রী নিখিলেশ বিশ্বাস এর নামে মূল স্বত্ব দলিল নং I-০৬০৪০১৫৩৩/২০১১, তারিখ ১৫.০৬.২০১১ হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত

নিম্নস্বাক্ষকারী আপনাদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করছেন যে, উল্লিখিত স্বত্ব দলিল নং I-০৬০৪০১৫৩৩/২০১১ তারিখ ১৫.০৬.২০১১, সম্পত্তি শ্রী নিখিলেশ বিশ্বাস, পিতা শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস এবং শ্রীমতি অসীমা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী নিখিলেশ বিশ্বাস এর নামে, নিবাস ওলি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি১, ২য় তল, টুনু মুখার্জি রোড, চন্দননগর, এডিএসআর চন্দননগরে যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার উত্তরপাড়া থেকে ১৪.০১.২০২৬ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। উক্ত স্বত্ব দলিল এর স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে উত্তরপাড়া থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১২৮৪/২০২৬ তারিখ ২২.০১.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/স্বত্ব দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে সংশ্লিষ্ট তারিখের থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২৮.০১.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : উত্তরপাড়া | এসবিআই এইচএলসি উত্তরপাড়া

SBI হোম লোন সেন্টার বোলপুর (কোড -৬৪১৮৩)
ভেনাস প্লাজা, ৪র্থ তল, হোল্ডিং নং ২৮/১৮ শ্রীনিকেতন রোড
বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪ পব
ইমেল - sbi.64183@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এসবিআই হোম লোন সেন্টার বোলপুর শাখা নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর (২০০২ এর অ্যাক্ট নং ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৪.০৯.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মহম্মদ জাবের আলি,** ফ্ল্যাট নং ১-ইউ ব্লক সোনাতরি প্রজেক্ট দিশারি অবকাশ অধীন, পো এবং থানা বোলপুর, জেলা - বীরভূম এবং আরও বসবাসের ঠিকানা মিশন কম্পাউন্ড বোলপুর, পো এবং থানা - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **হাউস বিল্ডিং লোন এ/সি নং ৪২৪১০৫২৫৯৭৪ মোট টাকা ৭,৪১,১৩৪.৩২ টাকা এবং সুদ সহ (সাত লাখ একচল্লিশ হাজার একশ চৌত্রিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) ০৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২৪১০৮৬২৫৭৪ মোট টাকা ৫০,২১৭.৯৪ টাকা এবং সুদ সহ (পঞ্চাশ হাজার দুশো সতের টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা) ০৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বোলপুর শাখা, বীরভূম** নিকট বকেয়া **৭,৯১,৩৫২.২৬ টাকা ০৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী শ্রী মহম্মদ জাবের আলি, পিতা মহম্মদ আলি, -মিশন কম্পাউন্ড বোলপুর, পো এবং থানা : বোলপুর, জেলা বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ২৭১ বর্গফুট (কমবেশি) দোতলায়, উত্তর মুখী , ১ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, ফ্ল্যাট নং ১-ইউ, ব্লক সোনাতরী, দিশারী অবকাশ প্রকল্পে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির স্বার্থ এবং যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত সর্বানন্দপুর, বোলপুর, থানা শান্তিনিকেতন, জেলা বীরভূম।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক ২৩৮ ডেসিমেল কমবেশি, মৌজা - সর্বানন্দপুর, জেএল নং ৩১, এলআর খতিয়ান নং ৯৪০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬১৩ (অংশ),৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, স্থানীয় সর্পলেহনা আলবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও বোলপুর, বোলপুর থানা অধীন, জেলা বীরভূম।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি দাগ নং ৬৪০, দক্ষিণে : জমি এমএসপিএল দাগ নং ৬৬২, পূর্বে : জমি দাগ নং ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৫৬, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ৬১৩ (অংশ) এবং ৬৪৬।

তারিখ : ২১.০১.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বোলপুর | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে
নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ নিকট, **'ট্রিডেন্ট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন'** দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ। অধীনে শেয়ার দ্বারা নথিভুক্তির জন্য।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
ক) নির্মাতা, উৎপাদক, ফ্যাব্রিকেটরস এর ব্যবসা এবং কাস্ট আয়রন পণ্য সকল প্রকারের, কিন্তু কাস্ট আয়রন মেশিনারি, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, পার্টস, এভং পণ্য এর মধ্যে সীমিত নয় এর ব্যবসা পরিচালনা।;
খ) ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ, প্রসেসিং, কাস্টিং, মেশিনিং, অ্যাসেম্বলিং, টেস্টিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, প্যাকেজিং, মার্কেটিং, ডিস্ট্রিবিউশন, এবং এক্সপোর্ট সংশ্লিষ্ট কাস্ট আয়রণ পণ্যসমূহ।
গ) ক্রয়, ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট, বিক্রয় করা, এবং কাঁচা মাল, আধা তৈরি পণ্য এর লেনদেন, এবং কাস্ট আয়রন পণ্য সরাসরি বা প্রতিনিধি মারফত, বন্টন, হোলসেল বা খুচরো পণ্যের লেনদেন, ভারতে এবং বিদেশে প্রয়োজনীয় সকল কাজে নিয়োজিত এবং তাৎক্ষণিক, বা সম্ভাব্য সংশ্লিষ্ট উক্ত ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়া।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি অফিস ঠিকানা রুম নং ৪১২ ৭/১ লর্ড সিনহা রোড, লর্ডস বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১ দেখা যাবে যেকোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

ট্রিডেন্ট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা | **গৌতম কেডিয়া**
তারিখ : ২৭.০১.২০২৬ | (অংশীদার)

পুরুলিয়ার পাবড়া পাহাড়ে পর্যটন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন,পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লককে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে গত বছর থেকে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের নীলডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাবড়া পাহাড়ে শুরু হয়েছে পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসব। এদিন এই উৎসবের উদ্বোধন করার কথা ছিল পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতোর। কিন্তু তিনি দেরিতে আসায় এই উৎসবের সোমবার ২৬শে জানুয়ারি দিনের পড়ন্ত বিকেলে পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষের ফিতে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বর্ষের এই উৎসবের আয়োজন করেছে রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি। সঙ্গে রয়েছে এলাকার বাসিন্দারা ও শাসকদল। এই মেলা চলবে পাঁচ দিন ধরে। প্রতিদিন মেলায় রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুরুলিয়ার ট্যুরিজম সার্কিটের মধ্যে রঘুনাথপুর ২ব্লককেও আনতে চাইছে পঞ্চায়েত সমিতি। সেই লক্ষ্যেই গত বছর থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করে পর্যটকদের টানতেই এই উৎসবের আয়োজন। রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকে এই পাবড়া পাহাড় ছাড়াও এই ব্লক পরিচিত পুরুলিয়া জেলার সেরা তথা রাজ্যের অন্যতম মৌতড়ের বিখ্যাত ও জাগ্রত মা বড়কালীর মন্দির। রয়েছে, দর্শনীয় স্থান হিসেবে দামোদর নদের গর্ভে অবস্থিত গুরুডি গ্রামের কাছে তেলকুপির প্রাচীন একাধিক দেউল। এই গ্রামে বারনিমেলাও হয়ে থাকে। এছাড়াও হেরিটেজ কমিশনের সংরক্ষণ করা বাঁন্দার দেউল রয়েছে। রয়েছে রাজ্যের মধ্যে অন্যতম বাঘড়াই চন্ডীর মন্দিরের ৭২ ফুটের হনুমানের মন্দির। চেলিয়ামা

গ্রামের প্রাচীন রাধা গোবিন্দের মন্দির। এছাড়াও একাধিক আকর্ষণীয় বড় জলাধার রয়েছে এই ব্লকে। রঘুনাথপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসব কমিটির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী বলেন, পাবড়া পাহাড়কে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।আমাদের ব্লককে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধক তথা পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন উদ্বোধন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'যারা আজকের দিনে এমন একটা দিনে এই মেলার আয়োজন করেছে তাদের প্রথমেই অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। দেখুন মেলা ও খেলা অনেকেই অপছন্দ করেন। কিন্তু মেলা ও খেলার মধ্য দিয়েই মানুষের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি হয়। অনেক জিনিস মানুষ জানে না। যে সমস্ত ভালো জিনিস আছে সেগুলি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় এবং তা থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। মঞ্চে উপস্থিত ডিভিসির আরটিপিএস-এর পদাধিকারীদের আমি বলব এই উৎসবকে ডিভিসি তাঁদের সিএসআর-এর মধ্যে নিয়ে এসে পাহাড়ে ওঠার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা-সহ এই পাহাড়টিকে আরো বেশি করে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে। এদিন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত হয়েছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, জেলা পরিষদের কো-মেন্টর সহদেব মাহাত, উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান সৌমেন বেলথরিয়া, উৎসব কমিটির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী ও সম্পাদক সঞ্জয় মাহাথা, জেলা পরিষদের সদস্য অভিজিৎ মুখার্জি ও স্বরস্বতী বাউরি সহ বহু বিশিষ্টজনেরা। এছাড়াও এদিন উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন সাইকেল ম্যান অফ পুরুলিয়ার গর্ব অক্ষয় ভগত।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চাকদহ শাখা (০৪৭৪৪)
ভারতী সিনেমা হলের বিপরীতে, দেবীগ্রাম, চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২
ই-মেইল: sbi.04744@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সঞ্চিতা মজুমদার, ই-মেইল আইডি: sbi.04744@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৮০০১১৯৪৫৭৮

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তানুসারে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে **যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৫.০৩.২০২৬
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগনের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	মেসার্স সাহা এজেন্সি **স্বত্বাধিকারী: শ্রী প্রদীপ সাহা** **ঠিকানা:** গ্রাম- যশরা, পোঃ ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২।	**স্বত্বাধিকারী: পুরীদাস সাহা,** পিতা- প্রয়াত নগেন্দ্র কুমার সাহা, গ্রাম- যশরা, পোঃ ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া- ৭৪১২২২। মৌজা- যশরা, জে.এল. নং- ২৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ১১২, ৭৭, ১৮২৭, ১২৫১, এল.আর. দাগ নং- ৪৯২, হোল্ডিং নং- ৪০১, পোঃ ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া- ৭৪১২২২-এ অবস্থিত প্রায় ০৪ শতক (২.৪২ কাঠা) পরিমাপের একটি দ্বিতল ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে আছে**	**৭,৬৯,৯৩৬.০০ টাকা (কথায়- সাত লক্ষ উনসত্তর হাজার নয়শত ছত্রিশ টাকা মাত্র) ১৪.০৭.২০১৪** তারিখ অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,২৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬২,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৮০০১১৯৪৫৭৮

পরিদর্শনের তারিখ : ২৬.০২.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৮.০১.২০২৬, স্থান: কলকাতা | কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে | অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসআইআর-এর আতঙ্কে এক বৃদ্ধের মৃত্যু মালদায়

শুনানি কেন্দ্রে চরম অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে ডাক এবং বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়ার আতঙ্কেই আবারও মৃত্যু হল মালদার এক বৃদ্ধের। মঙ্গলবার শুনানিতে যাওয়ার আগেই বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান মানিকচকের ওই বৃদ্ধ। মৃতের নাম শরিফুল শেখ (৬০)। মানিকচক থানার নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচু তিওরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। মৃতের এক ছেলে আরিফুল শেখ জানিয়েছেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবার নাম ভোটার কার্ডে রয়েছে শরিফুল। তাঁরা দুই ভাই। তাদের ভোটার কার্ডে বাবার নাম রয়েছে শেখ শরিফুল। আর এই নামের সমস্যার জন্য বিগত পাঁচ দিন আগে বাবা-সহ আমাদের দুই ভাইয়ের নামে শুনানির নোটিশ আসে। তারপর থেকেই ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছিলেন বাবা শরিফুল। এদিন স্থানীয় ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে তাদের শুনানির দিন ছিল। আর তা নিয়েই চিন্তিত ছিলেন বৃদ্ধ বাবা। অবশেষে এদিন সকালেই বাড়িতেই হৃদরোগে মৃত্যু হয় ওনার।

অন্যদিকে, এদিন সকাল থেকেই ইংরেজবাজার শহরের জেলা স্কুল এবং মডেল মাদ্রাসায় শুনানি কেন্দ্রের চিত্রটা ছিল অসন্তোষ এবং ক্ষোভে ভরা। জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ হাঁটতে পারেন না। তাও শুনানি কেন্দ্রে ডাকা হয় ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগানপাড়া এলাকার মহিলা ডলি দাসকে। এদিন এসআইআর-এর নোটিশ পেয়ে টোটোতে করে শুনানি কেন্দ্রে বিশেষভাবে সক্ষম ওই মহিলা আসেন। ডলি বলেন, ‘কি পাপ করেছি কে জানে। এভাবেই আমার মতোন একজন বিকলাঙ্গকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন সবাই যেন চোখে কাপড় বেঁধে রয়েছে। আমি হাঁটতে পারি না, তাও আমাকে বাড়ি থেকে অন্তত সাত কিলোমিটার দূরে শুনানি কেন্দ্রে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হল।’ এদিকে হয়রানির ছবি এখানেই শেষ নয়, অপরাধ বাবা ছয় সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। আর তার কারণেই শুনানি কেন্দ্রে ডাক পড়েছে অনেকের। কেউ বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে আবার কেউ কোলের সন্তানকে নিয়েই হাজির হয়েছেন শুনানি কেন্দ্রে। সালটা ছিল ২০১২। চেন্নাইয়ে শ্রমিকের কাজে গিয়ে ডান পা কাটা যায় মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতঘড়িয়ার বাসিন্দা মহম্মদ কেতাব আলির (৪৫)। এসআইআর-এর শুনানিতে তাঁর ডাক পড়ায় এক পায়ে যন্ত্রের ওপর ভর করে মালদা মডেল মাদ্রাসা কেন্দ্রে হাজির হন তিনি। কেতাব আলি বলেন, ‘এভাবেই আমাদের মতোন গরীব অসহায়দের হয়রানি করা হচ্ছে। শুনানির কাজটা যদি আমার বাড়িতেই লোকে এসে করতো তাতে কি ক্ষতি হতো। কিন্তু আজকে বাড়ি থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে শুনানি কেন্দ্রে টোটোতে করে আসতে হয়েছে।’ একইভাবে এদিন মালদা জেলা স্কুলে এসেছিলেন মমতাজ বেগম, রুবেল শেখ, মামনি খাতুন, বেবি খাতুনদের মতোন সাধারণ ভোটারেরা। তাদের বক্তব্য, কারোর নামের অক্ষরের ভুল থাকার কারণে, আবার কারোর বাবার ছয় সন্তান থাকায় শুনানির ডাক পড়েছে। অনেকেই অসুস্থ শরীর নিয়েই শুনানি কেন্দ্রে এসেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা খেলা মাঠেই বসে থেকেছেন। পানীয় জলেরও পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ। যদিও এদিন সাধারণ মানুষের সমস্যার তদারকি করার ক্ষেত্রে ইংরেজবাজারের ওই দুটি শুনানি কেন্দ্রেই পরিদর্শন করেন মালদার সদর মহকুমাশাসক সুমন মজুমদার। এপ্রসঙ্গ নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি তিনি।

ব্রেন স্ট্রোকের রোগী অ্যাম্বুল্যান্সে করে এলেন শুনানি কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ব্রেন স্ট্রোকের রোগী অ্যাম্বুলেন্সে করে এলেন এসআইআর-এর শুনানিতে। বিপদের মধ্যে আছি দাবি পরিবারের। শুরু রাজনৈতিক তরজা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর পাইকপাড়ার বাসিন্দা জিন্না মণ্ডলের ব্রেন স্ট্রোকের কারণে হাতে পায়ে কোনও শক্তি নেই। মঙ্গলবার বাবার নামের মিল না থাকার কারণে তিনিও এসআইআর-এর শুনানিতে এসেছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে জিন্না মন্ডলকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বনগাঁ বিডিও অফিসের শুনানি কেন্দ্রে আনা হয়। জিন্না মন্ডলের ভাই আকবর মন্ডল জানিয়েছেন, ‘আমরা বিপদে আছি এমনিতেই। দাদাকে নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি। তার মধ্যে তাঁকে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানোর কোনও পরিস্থিতি নেই।’ যদিও অ্যাম্বুলেন্সে এসেই শুনানির কাজ করেন সরকারি আধিকারিকরা। শুনানির দায়িত্বে থাকা সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ এলেই ওনার শুনানি হয়ে যেত। যেহেতু অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে এসেছেন। আমরা এখানে এসে কাজ করে নিচ্ছি।’ এই বিষয়ে ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুর জামান মন্ডলের প্রতিক্রিয়া, ‘দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যাদের ২০০২ সালে নাম আছে তাদেরকেও শুনানিতে ডাকা হচ্ছে এবং অসুস্থ রোগী তাদেরও শুনানি কেন্দ্রে আসতে হচ্ছে। যাতে একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়, সেই কারণে আমরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাম্বুলেন্সে করে শুনানি কেন্দ্রে আনবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।’ অন্যদিকে, এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকে দায়ি করেছেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ। তিনি বলেন, ‘ম্যাপিংয়ে বিএলও-রা ভুল করেছে। সেই কারণে ডাকা হচ্ছে। তৃণমূলের কথা শুনে বিএলও-রা এই ধরণের কাজ করেছে।’

কাটোয়ায় চা-চক্রে দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: মঙ্গলবার সকালে কাটোয়ায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে চা চক্রে যোগ দেন দিলীপ ঘোষ। এরপরেই বাজারের ঘুরতে ঘুরতে কয়েকজন সবজি ব্যবসায়ীর সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ব্যবসায়ীদের থেকে বাজারের হালচাল জানেন। এদিন তিনি বলেন, ‘দুর্গাপুরে আসছেন কেন্দ্রীয় বিজেপি সভাপতি নীতির নবীন। তিনি সর্বভারতীয় সভাপতি হয়ে প্রথম ভ্রমণ বাংলা থেকেই করছেন। বাংলাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে ওনার এই সফর বোঝা যাচ্ছে। যত দেশবিরোধী সংগঠন, সব পশ্চিমবাংলায় এসে ডেরা নেয়। কারণ মমতা ব্যানার্জির তাদের পক্ষে সমর্থন আছে। আর এসআইআর-এর বিরোধিতা অন্য সংবিধানের বিরোধিতা করলে তা আটকাতে পারবেনা, সারা দেশ জুড়ে হচ্ছে। পশ্চিমবাংলাতে সেইভাবে হবে।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘পশ্চিমবাংলাটা জ্বলে গেল টিএমসির কিছু যায় আসে না, সরকারটা থাকলেই হল। জায়গায় জায়গায় অবৈধ নির্মাণ, অবৈধ স্টোর, অবৈধ কারখানা। জিনিসপত্র যেখানে সেখানে জোর করে জমা করছেন , সরকারি কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারি কোনও লাইসেন্স নেই, ফায়ার লাইসেন্স নেই। ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। সরকারের ইচ্ছা শক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এবার পরিবর্তনের ভোট হবে।’ হুমায়ুন কবির সম্বন্ধে তিনি বলেন, ‘কিছুই তো হলো না এখন, এখনো পার্টি তৈরি হলো না। কোথায় নেতা কোথায় কমিটি, আজকে আসে কাল সে ছেড়ে চলে যায়। সময় বলবে, পার্টি তৈরি করেছেন লড়াই করুন।’ এসআইআর নিয়ে তিনি বলেন, ‘সারা পশ্চিমবাংলায় জুড়ে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে যাতে এসআইআর না হয়, গায়ের জোর করছে টিএমসি। এখনো প্রসেস চালু আছে, নির্বাচন কমিশন সবকিছু জানেন। আমরাও চাই নির্ভুল ভোটার লিস্ট তৈরি হোক।’

নদিয়ায় গণপিটুনিতে মৃত্যু টোটো চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক টোটো চালকের। মৃত টোটো চালকের নাম শক্তি হালদার। পরিবার সূত্রে খবর, টোটো চালক শক্তি হালদার সোমবার রাতে নিশ্চিন্তপুর এলাকায় যাত্রী নিয়ে সরস্বতী ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় এক মোটর বাইক চালকের সাথে রাস্তার মধ্যেই বচসা বাঁধে। এরপরেই বাইক চালক তার পরিচিত লোকজন ডেকে এনে টোটো চালকের ওপর চড়াও হয়। টোটো চালককে মারধর শুরু করলে টোটোতে বসা যাত্রী বাঁধা দিতে গেলে তাঁকেও মারধোর করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনকে ভর্তি করা হয় তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় টোটো চালক শক্তি হালদারের। অন্য আরও একজন চিকিৎসাধীন তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার পর তেহট্ট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃত টোটো চালকের পরিবারের পক্ষ থেকে। ঘটনারপর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই যে বা যারা টোটো চালকের উপর চড়া হয়েছিল সেদিন তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। প্রশ্ন উঠেছে মানুষ কেন বারে বারে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে? সম্প্রীতি বেশ কয়েক মাস আগে এই তেহট্ট থানা এলাকাতেই এক শিশু মৃত্যু ঘিরে গণপ্রহারে মৃত্যু হয়েছিল একজনের। তার কয়েক মাস কাটতে না কাটতে ফের গণপ্রহারের মৃত্যু হল এক টোটো চালকের। এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে চলেছে তেহট্ট থানার পুলিশ।

হিয়ারিং পর্বে ছাড় মিলল না ১০৪ বছরের বৃদ্ধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের ৩২ বিঘা গ্রাম জামালপুর এক পঞ্চায়েতের অধীন আর সেই গ্রামের বাসিন্দা শেখ ইব্রাহিমের হিয়ারিং পর্ব শুরু হতেই শাসক দলের পক্ষ থেকে বারবার সরব হয়েছিল যে যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও গর্ভবতী মহিলা রয়েছে। সেই সমস্ত মানুষের বাড়িতে গিয়ে যাতে হিয়ারিং পর্ব শেষ করা যায়। কিন্তু তারা ভারতীয় নাগরিক কিনা সেই প্রমাণ দেখাতে বারবার জামালপুর ব্লকের ভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২ কিলোমিটার বা ১৪ কিলোমিটার বা কারোর ৩২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে হিয়ারিং পর্বে হাজির হতে হচ্ছে। এবার ১০৪ বছরের বৃদ্ধ শেখ ইব্রাহিমকেও ভারতীয় নাগরিক কিনা সেই প্রমাণ দেখাতে হাজির হতে হবে। শেখ ইব্রাহিমের হিয়ারিংয়ের বিষয়ে জানতে পেরে সরব হয়েছেন জামালপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান।

তিনি জানান, এই ১০৪ বছরের বৃদ্ধ শেখ ইব্রাহিমের বাড়িতে গিয়েই এই হিয়ারিং পর্ব সারতে হবে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

তবে প্রশ্ন ওঠে যিনি দেশ স্বাধীন হবার সমস্ত গল্প সঙ্গে একশ বছর আগেকার গল্প তুলে ধরতে পারেন। তারও ছাড় মিলল না এই হিয়ারিং পর্বে। ভারতীয় নাগরিক কিনা তাঁর প্রমাণ দেখাতে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১০৪ বছরের বৃদ্ধ শেখ ইব্রাহিমকে দাঁড়াতে হবে হিয়ারিং পর্বের লাইনে।

যদিও শেষ পর্যন্ত ওই বৃদ্ধর বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ও তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পৌঁছাতেই নড়ে চড়ে বসে কমিশন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় ওই বৃদ্ধর বাড়িতে কমিশনের লোকজন যাবেন এবং তার বাড়িতে বসেই তার হিয়ারিংয়ের কাজ সম্পন্ন করা হবে। কমিশনের অধিকিরিকরা শেষ বেলায় বাড়িতে পৌঁছে হেয়ারিং সম্পন্ন করেন।

পদ্মশ্রী প্রাপক দুই জনকে সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফ থেকে পদ্ম সম্মানের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৬ এ গোটা দেশজুড়ে ১৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এবং পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে। তার মধ্যে পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন এই বাংলার ১১ জন স্বনামধন্য ব্যক্তি। নিজ কর্ম ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের নিরিখে সম্মান দিচ্ছে ভারত সরকার। বাংলার ১১ জন পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপকের মধ্যে রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের কালনার দুই ব্যক্তি। তাঁত শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন কালনার বারুইপাড়ার বাসিন্দা জ্যোতিষ দেবনাথ এবং শিক্ষা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পেলেন রবি লাল টুডু। দুই ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। কালনার বারুইপাড়ায় উপস্থিত হয়ে সম্বর্ধনা জানান তাঁত শিল্পি জ্যোতিষ দেবনাথ কে এবং কালনা দুই ব্লকের বাদলা অঞ্চলের গোয়ারা গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সংবর্ধনা জানান রবি লাল টুডুকে। শুভেচ্ছা বিনিময় করেন উভয় ব্যক্তির সঙ্গে। ইতিপূর্বে দুই ব্যক্তি একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের কর্ম ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। এবার পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ায় বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা গোটা কালনা মহকুমা জুড়ে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে। নামের তালিকা প্রকাশের পরই বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ উভয় ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সংবর্ধনা জানান। তাদের কাজ আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে যাতে উৎসাহিত করে তার জন্যই তাদের কর্মক্ষেত্র নিয়ে আরো বেশি মানুষ চর্চা করুক এমনটাই চান মন্ত্রী।

সহপাঠিনীর স্মৃতিতে স্কুলে বই প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: নিজেরা চাঁদা তুলে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের যাবতীয় আয়োজন সেরে ফেলেছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুরের নন্দনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় আত্মঘাতী হয় একাদশ শ্রেণির ছাত্রী আকৃতি মান্না। সেও ওই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম সদস্য ছিল। স্কুলের ছাত্রীর অকাল প্রয়াণে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায় কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত যাবতীয় অর্থ দিয়ে সহপাঠিনীর স্মৃতিতে স্কুলের লাইব্রেরিতে কিছু বই প্রদান করল একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে সেই বইগুলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজকুমার দাস কর্মকারের হাতে তুলে দেয় একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের এই উদ্যোগে খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অবিভাবকরাও। সহপাঠিনীকে হারিয়ে স্কুলের লাইব্রেরিতে তার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সকলে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির উখড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উখড়া: রাজ্যের রক্তের সংকট ঘোচাতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাঝেমধ্যেই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে। রানিগঞ্জ বিধানসভার উখড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সন্ন্যাসী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উখড়া, সুকান্ত স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় ও উখড়া ডোনার্স ক্লাবের সহযোগিতায় এদিনের এই রক্তদান শিবিরটি আয়োজিত হয়। এলাকার বেশ কয়েকজনের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই রক্তদান শিবির বলে উদ্যোক্তারা জানান। রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তা কাজল পান্ডে জানান, তাদের এই রক্তদান শিবিরটি এবারে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। রাজ্যে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তের যোগান দেওয়ার জন্যই তাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ বছর তাদের রক্তদান শিবিরে মোট প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রানিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজসেবী কস্তুরী সাহু, প্রধান মিনা কোলে, উপ-প্রধান সরণ সাইগল ও উখড়া আউটপোস্টের আইসি শিউলি মন্ডল।

বনগাঁর কাউন্সিলরকে শুনানিতে ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: এবার এসআইআর-এর শুনানিতে বনগাঁ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর ও আরও দুই ভাই। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপাই রাহা তার দুই ভাইকে মঙ্গলবার বনগাঁ এসডিও অফিসে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। বাবার নামে ভুলের কারণে তাদেরকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে বলে জানিয়েছে কাউন্সিলর। এই বিষয়ে পাপাই রাখা জানিয়েছেন, ‘২০২২ সালে আমার সমস্ত প্রমাণপত্র দেখে নির্বাচন কমিশন আমাকে নির্বাচনের পরীক্ষায় বসতে দিয়েছিল। পরবর্তীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে সার্টিফিকেটও দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশন তখন ঠিক করেছিল না এখন ঠিক করছে বুঝতে পারছিনা। নির্বাচন কমিশন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলে হিন্দিভাষীরা বাংলায় নাম উচ্চারণ করতে না পেরে ভুল করেছে।’ অন্যদিকে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ জানিয়েছেন, ‘দেখুন এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। হয়তোবা ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম নেই সেই কারণে তাঁকে ডেকেছেন।’ অন্যদিকে বিএলও জানিয়েছেন, ‘কাউন্সিলরকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল কেন ডাকা হয়েছে সে বিষয়ে ই.আর.ও ম্যাডাম বলতে পারবেন।’

বিএসএফের জালে ৫ জন বাংলাদেশি-সহ এক ভারতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সীমান্তের ওপারে অবৈধভাবে পালাতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধরা পড়লো পাঁচ বাংলাদেশি। এই ঘটনায় ওই বাংলাদেশিদের সাহায্য করার অভিযোগে আরও এক ভারতীয় নাগরিককে সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পান্নাপুর এলাকায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পাঁচ বাংলাদেশি-সহ মোট ছয় জনকে মঙ্গলবার হবিবপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুর থানার পান্নাপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা কাঁটাতার বিহীন উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সোমবার গভীর রাতে পাঁচ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী যুবক এক ভারতীয় নাগরিকের সাহায্যে অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। যা সীমান্ত টহলরত বিএসএফ-এর ৮৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের নজরে পড়ে। এরপরই বিএসএফ তাদের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত পাঁচ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম, মহম্মদ কাউসার, মহম্মদ রজব আলি, মহম্মদ আলামিন নবি, মহম্মদ রবিউল আলম এবং রকি শেখ। এদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এছাড়াও অনুপ্রবেশে সাহায্যকারী ধৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম রিপন বিশ্বাস। তার বাড়ি হবিবপুরের পান্নাপুর এলাকায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত রিপন বিশ্বাস বিভিন্ন ধরনের সীমান্তের চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। শুধু তাই নয়, সীমান্তের ওপার থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশিদের এপারে অনুপ্রবেশ করার ক্ষেত্রেও রিপনের একটি চক্র কাজ করছে। মোটা টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশিদের এপারে নিয়ে এসে প্রথমে ধৃত রিপন তার বাড়ি এবং অন্য কোন ডেরায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। এরপর এদেরকে পরে কৌশলে ভিন রাজ্যের শ্রমিকের কাজে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ধৃত এই পাঁচ বাংলাদেশি দীর্ঘদিন আগেই মালদার এই পান্নাপুর সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছিল। তিন মাস ধরে তারা চেন্নাই দিনমজুরি করতো। গত সপ্তাহে এরা রিপনের বাড়িতে ফিরে আসে। এরপর এদেরকে সীমান্তে ওপারে অবৈধভাবে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু বিএসএফের অভিযানে এরা ধরা পড়ে যায়।

কাটোয়ায় ধিক্কার কর্মসূচি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: এসআইআর ইস্যুতে কাটোয়ায় ধিক্কার কর্মসূচি, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ তৃণমূল নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগ তুলে রাজ্যজুড়ে ধিক্কার কর্মসূচির ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই মঙ্গলবার কাটোয়া স্টেশন বাজার চৌরাস্তার মোড়ে আয়োজিত হয় ধিক্কার সভা।

তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের ঠিক আগে এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে তথাকথিত লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির নির্দেশেই নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষ চরমভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন, এমনটাই দাবি সভা থেকে।

এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘ভোটের আগে বিজেপির কথামতো নির্বাচন কমিশন এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলার মানুষ এই ষড়যন্ত্র বুঝে গেছে। গণতন্ত্র বাঁচাতে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।’ এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন প্রিয়দর্শনী ঘোষ, রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদিকা। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের আগে পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেন না, তাঁদেরই টার্গেট করা হচ্ছে। এসআইআর আসলে বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ার। আমরা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।’ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিশিষ্ট নেতা ও নেত্রীবৃন্দ। সকলের বক্তব্যেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ধিক্কার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কাটোয়া স্টেশন বাজার চৌরাস্তার মোড়ে ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

স্ত্রীর কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার, আটক স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নিজের স্ত্রীকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা। দুর্গাপুর ডি-সেক্টর মার্কেট এলাকায় আটক অভিযুক্ত স্বামী। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটায় দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালের আয়া ছবি দাস (৫৯)-এর কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। এদিন দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা ঘরে ঢুকে দেহটি দেখতে পান এবং পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতার স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী। ঘটনায় মৃতার সহকর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁর স্বামী তাঁকে খুন করে ঘরের মধ্যে নুন দিয়ে রেখে দিয়েছে অভিযোগ তুলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তাঁরা। অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্র মারফত জানা গেছে, ছবি দাস দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে আয়ার কাজ করতেন এবং ডি-সেক্টরের একটি সরকারি আবাসনে স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। ময়নাতদন্তের পর এই ঘটনার সব সত্য সামনে আসবে এটা খুন নাকি পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান, সমাজ রত্ন ও পুরস্কারে আলোকিত স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নতুন বছরের প্রথমেই তিনি ছয় ছয়টি মূল্যবান পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে বাংলাকে গর্বিত করেছেন। সম্প্রতি কলকাতা রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের আমন্ত্রণে প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজে বাউল গানে নৃত্যে রাজ্যের বাউল দলে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের (ডি.কে সিংহ, এসএম, ভিএসএম) মেজর জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের দেওয়া শংসাপত্রে সম্মানিত হন। ব্যারাকপুরে ভারত সরকার রেজিস্ট্রিকৃত ও আই.এস ও অনুমোদিত ট্রুথ ওয়াল সমাজ সেবা সংস্থার পক্ষে সৈকত চক্রবর্তী এবং টলিউড অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত ২০২৬ বঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব সম্মানে সম্মানিত করেন। যা বাংলার মানুষের কাছে গর্বের। বঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান দেওয়া হল রাজ্যের একমাএ নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় বাউল লোক শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে। নন্দনে সুতানটি ফ্লিম ফেস্টিভ্যালে সম্মানিত স্বল্প দৈর্ঘ্যর চলচ্চিত্র সবুজ দ্বীপের পাঠশালার পরিচালক বিশ্বজিৎ পাল সহ বিশিষ্ট গুণীজনে সুন্দরবন গৌরব রত্ন সম্মানে, সম্মানিত করেছেন সুন্দরবন ফ্লিম ফেস্টিভ্যালের অনুষ্ঠানে কলকাতা শহীদ সূর্য্য সেন ভবনে। বারাসাত সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বারাসাত পৌরসভা বিদ্যাসাগর অডিটরিয়ামে, বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা শাবানা পারভিন-সহ গুণীজনেরা ‘সমাজ বন্ধু’ সম্মানে সম্মানিত করেন। এছাড়া মিনিস্টারি অফ এম.এস.এম.ই ভারত সরকার, আই.এস.ও এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত কলকাতা মহানগর পত্রিকা ও সঙ্গীতা কালচার গ্রুপের পক্ষ থেকে বঙ্গ কার্যকরী সম্মানে সম্মানিত করেন শমীক ভট্টাচার্য্য ও সঙ্গীতা দাস কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাগৃহে। এ প্রসঙ্গে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই এতগুলি সম্মানে সম্মানিত হয়ে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন বলেন, ‘এতগুলি সম্মানে সম্মানিত হতে পেরে আমি খুবই খুশি আমার জীবন ধন্য। সারা রাজ্যের লোক শিল্পী বাউলদের মধ্যে আমিই একমাএ নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার, কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি, সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তা দেয়। এছাড়া আমার বখমুখী প্রতিভার শিল্পকলার মাধ্যমে নানান সমাজ সেবা দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে করে আসছি। যার মাধ্যমে সারা রাজ্যে, দেশে, বিদেশে, মানুষের ভালোবাসায় আমি সম্মানিত হয়ে চলেছি। আমি বাংলার মায়ের ও ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে সবসময় বাউল ছেলে রূপে চেষ্টা করে চলেছি।’

অবসাদ ভুলে ফালুদায় মজেছেন সুনীতা

ওয়াশিংটন, ২৭ জানুয়ারি: দীর্ঘ সময়ে মহাশূন্যে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফেরার রেকর্ড তাঁর দখলে। মহাকাশ গবেষণার মতো উচ্চশিক্ষায় তাঁর কাজ ও অবদান অবিস্মরণীয়। নারী ক্ষমতায়নে তিনি এক অনন্য নজির গড়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি সমস্যায় ভুগছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়মস। গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে ফেরার পর শারীরিক কিছু সমস্যা হয়েছিল। মহাকর্ষ কাটিয়ে শূন্যে বসবাস পরবর্তী এসব সমস্যায় ভোগেন নভশ্চররা। তবে সুনীতার 'রোগ' আরও গভীর। তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। আর তার মোক্ষম দাওয়াই হয়ে এল সুস্বাদু মিষ্টি পদ ফালুদা! কেরলের রেস্তরাঁয় সিমুই দিয়ে তৈরি ঠান্ডা ঠান্ডা ফালুদা খেয়ে একেবারে তৃপ্তির স্বাদ তাঁর মুখে! সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামের একটি ভিডিওতে তাঁর আনন্দের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। নেটিজেনরাও তা দেখে বেশ মজা পেয়েছেন।

ইনস্টাগ্রাম ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, চেরি রঙা একটি সাধারণ টিশার্ট আর কালো ট্রাউজার্স পরে একটি রেস্তরাঁয় ঢুকছেন সুনীতা। কেরলের কোঝিকোড়ে ওই রেস্তরাঁ নানা স্বাদের ফালুদার জন্য বিখ্যাত। সকলের সঙ্গে টেবিলে বসা সুনীতার সামনে বড় কাচের গ্লাস ভর্তি ফালুদা এনে হাজির করেন রেস্তরাঁ কর্মী। তা মুখে তুলতেই অপূর্ব এক আমেজে যেন ডুব দিলেন ৬০ বছরের সদ্য অবসর নেওয়া নাসার নভশ্চর। ফল আর সিমুই দিয়ে তৈরি ঠান্ডা ফালুদার স্বাদ যে অপূর্ব, তা সুনীতার প্রতিটি ভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে। এমনকী তিনি বাকিদের দিয়েও এগিয়ে দিচ্ছেন সুমিষ্ট পদটি, হাসতে হাসতে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলতেও দেখা গেল সুনীতাকে।

'ফালুদা নেশন' নামে ওই রেস্তরাঁয় সুনীতার আগমনকে রীতিমতো উদযাপন করছেন কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, দমহাশূন্য থেকে আমাদের রেস্তরাঁ, তাঁর জাদুতে আমরা মুগ্ধ। আমাদের তৈরি ফালুদা খেয়ে উনি যে এত খুশি হয়েছেন, তাতে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।দ ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা নানা মন্তব্য করেছেন। কেউ বলছেন, 'রেস্তরাঁয় ওঁর (সুনীতা উইলিয়ামস) জন্য একটা আসন ফাঁকা রেখে দিন। যদি আবার আসেন।' কারও মন্তব্য, 'উনিই আমাকে আকাশের মতো বড় স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন।' আবার কেউ ভারতীয় বংশোদ্ভুত নভশ্চরকে এভাবে দেখে বেশ অবাক। তাঁদের মন্তব্য, 'এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব, অথচ কত সাধারণ! একেবারে মাটির মানুষ। একেই বোধহয় বলে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিত্বের অন্তরের ছটা।'

সন্দেহের বশেই প্রেমিকাকে খুন

আগ্রা, ২৭ জানুয়ারি: ফের প্রেমের পরিণতি মর্মান্তিক! প্রেমিকার গলা কেটে দেহ টুকরো টুকরো করে বস্তায় ভরে স্কুটি নিয়ে গোটা শহর ঘুরে বেড়ালেন প্রেমিক। প্রায় ১০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে। দেশজুড়ে হইচই ফেলা শ্রদ্ধা ওয়াকার খুনের স্মৃতি ফিরল আগ্রায়।

জানা যাচ্ছে, সন্দেহের বশেই প্রেমিকাকে খুন করেছেন বিনয় নামের অভিযুক্ত ওই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৩ জানুয়ারি আগ্রার ট্রান্স যমুনা থানা এলাকার পার্বতী বিহারে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে বিনয় জানান যে, তিনি এবং তাঁর প্রেমিকা একই অফিসে কাজ করতেন। তাঁর সন্দেহ ছিল, তাঁকে মিথ্যে বলে অন্য পুরুষের সঙ্গে ডেটিং করছেন প্রেমিকা। এই সন্দেহের জেরে গত ২৩ জানুয়ারি বিনয় তাঁর প্রেমিকাকে অফিসে ডেকে পাঠান। ঝামেলা হওয়ার সময় রাগে প্রেমিকার ওপর ছুরিকাঘাত করেন। কুপিয়ে খুন করে তাঁর মাথা ও পা কেটে ফেলে দেহটি একটি বস্তায় ভরে নেন।

এরপর অভিযুক্ত মেয়েটির স্কুটারেই তাঁর বস্তাবন্দি দেহ চাপিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে যমুনা সেতুতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেন। আর প্রেমিকার কাটা মুণ্ডু ড্রেনে ফেলে দেন বিনয়। এরপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। মৃত তরুণীর মাথা এখনও উদ্ধার করা যায়নি।

গত বছর ১৮ মে দিল্লির মেহেরৌলিতে প্রেমিকা শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খুন করে তাঁর প্রেমিক আফতাব আমিন পুনাওয়ালা। খুনের পর লিভ-ইন সঙ্গী শ্রদ্ধার দেহ ৩৫টি টুকরো করে আফতাব। প্রথমে তা রেখে দেয় ফ্রিজে। এরপর দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় তা ফেলতে থাকে সে। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল আগ্রায়।

দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, এটিএম পরিষেবা বন্ধে গ্রাহক ভোগান্তি

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি: প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের নিয়ম চালু করার দাবিতে মঙ্গলবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। এটিএম পরিষেবা বন্ধে গ্রাহকরা ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। যেহেতু এটিএমগুলির কর্মীরাও ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। মঙ্গলবার সারা দেশেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট চলছে। যার ফলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় বড়সড় ব্যাঘাত ঘটেছে। 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নে'র ডাকা এই ধর্মঘটের মূল দাবি হল সপ্তাহে ৫ দিন কাজের দিন চালু করা। এদিন সকাল থেকেই একাধিক ব্যাঙ্কের সামনে কর্মীদের ধর্না দেন। সপ্তাহে ৫ দিন কর্মদিবসের দাবিতে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সর্বাত্মক প্রভাব দেখা গিয়েছে বাঁকুড়ায়।

ফের তুষারপাত কাশ্মীরে, বরফের চাদরে ঢাকল শ্রীনগর

শ্রীনগর, ২৭ জানুয়ারি: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ফের তুষারপাত শুরু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। মঙ্গলবার সকালে শ্রীনগরে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (আইএমডি) মতে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন করে তুষারপাতের পর জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে গাছপালা রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডাতেও ভারী তুষারপাত হয়েছে। পাহাড়, রাস্তাঘাট-সহ সর্বত্রই বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লাও বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। শ্রীনগরে তুষারপাতের কারণে শ্রীনগরগামী এবং সেখান থেকে প্রস্থান করা আটটি বিমান বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানায় আবহাওয়া দপ্তর। ইতিমধ্যেই শ্রীনগরে তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। শ্রীনগরে তুষারপাতের কারণে শ্রীনগরগামী এবং সেখান থেকে প্রস্থান করা আটটি বিমান বাতিল করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৮ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি অথবা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পরবর্তী দুই দিন আবহাওয়া শুষ্ক কিন্তু মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে কৃষকদের ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত কৃশকায় বন্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে হিমাচল প্রদেশেও। কুল্লু, কিন্নৌর, চাম্বা এবং লাহুল ও স্পিতি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, এই জেলাগুলিতে ভারী তুষারপাতের পাশাপাশি বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের শীর্ষ গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: ডিআরডিও-র ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর কথায়, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের শীর্ষ গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও। দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে ডিআরডিও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'ডিআরডিও হল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শীর্ষ গবেষণা সংস্থা, যার অর্থ আপনাদের অনেক দায়িত্ব। আপনাদের প্রতি জনসাধারণের অনেক শ্রদ্ধা আছে।' এও বলেন, 'গবেষণায় ঝুঁকি নেওয়ার আগ্রহ বাড়াতে হবে। আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলির সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করুন এবং তাদের সাথে আপনাদের জ্ঞান ভাগ করে নিন।

দিল্লিতে আগামী ৩ দিন শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি: আগামী ৩ দিন দিল্লি, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের কিছু অংশে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি আইএমডি জানিয়েছে, আগামিকাল পর্যন্ত পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং হিমাচল প্রদেশে ঘন কুয়াশা থাকবে।

গত কয়েকদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লি-এনসিআরের কিছু অংশ এদিন সকালেও ধোঁয়াশার আস্তরণে ঢেকে যায়। ইন্ডিয়া গেট এবং কর্তব্যপথ ছিল ধোঁয়াশার কবলে। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা বাতাসের গুণগতমানের সূচক রেকর্ড হয়েছে ২৪০। দিল্লির পাশাপাশি জাঁকিয়ে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়েও। এমতাবস্থায় আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৩ দিন দিল্লি, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের কিছু অংশে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় জওয়ান-সহ মৃত চার

জম্মু, ২৭ জানুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। মৃতদের মধ্যে একজন সিআরপিএফ জওয়ান রয়েছেন। মঙ্গলবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সিআরপিএফ ১৩৭ ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড কর্তার সিং বলেন, ক্ষশ্রীনগরের দিকে ৬৮ নম্বর মাইলস্টোনে দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি বাস ও একটি পিকআপ ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৫২ ব্যাটালিয়নের একজন সিআরপিএফ জওয়ান-সহ ৪ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ময়দান

শেষ দুই টি-টোয়েন্টির জন্য বড় বদল নিউজিল্যান্ড দলে!

ভারতীয় দলে এখনই নেই তিলক, থাকছেন শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের কাছে হার নিশ্চিত হওয়ার পরেই বড় সিদ্ধান্ত নিল নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সিরিজের শেষ দুই ম্যাচের আগে দল থেকে বাদ দেওয়া হল দুই ক্রিকেটার, পেসার ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ক এবং ওপেনার টিম রবিনসনকে। তাঁদের জায়গায় দলে যোগ দিলেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার জিমি নিশাম, গতিময় পেসার লকি ফার্গুসন এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটার টিম সেইফার্ট। পাশাপাশি শেষ ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন আরেক ওপেনার ফিন অ্যালেন।

এই সিরিজেই নিউ জিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দলে অভিষেক হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্কের। নাগপুরে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। সেই ম্যাচে চার ওভার বল করে ৪০ রান দিয়ে একটি উইকেট নেন ক্লার্ক। যদিও তাঁর বোলিংয়ে বিশেষ ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। একই ম্যাচে ওপেনার হিসেবে খেলেন টিম রবিনসন। ১৫ বল খেলে ২১ রান করেন তিনি, তবে ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই এই দুই ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশের বাইরে রাখা হয়। তাঁদের পরিবর্তে সুযোগ পান ম্যাট হেনরি এবং টিম সেইফার্ট। তৃতীয় ম্যাচেও সেই পরিবর্তন বজায় রাখা হয়েছিল।

নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে চলা টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে ক্লার্ক ও রবিনসনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে বোর্ড জানিয়েছে, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপের মূল দলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ধীরে ধীরে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। সেই কারণেই নিশাম, ফার্গুসন এবং সেইফার্টকে আবার ভারতের সফরের দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

মূলত বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা না-থাকাতেই ক্লার্ক ও রবিনসনের সিরিজ শেষ হয়ে গেল। ফিন অ্যালেন এবং টিম সেইফার্ট শুরুতে দলে না-থাকায় তাঁদের পরিবর্ত হিসেবে সুযোগ পেয়েছিলেন রবিনসন। একই ভাবে ম্যাট হেনরি না-থাকায় দলে জায়গা হয়েছিল ক্লার্কের। তবে বিশ্বকাপের মূল পরিকল্পনায় তাঁরা না থাকায় সিরিজের মাঝপথেই তাঁদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড।

বিশেষ করে ফিন অ্যালেনের দলে ফেরা নিউ জিল্যান্ড শিবিরে বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে। বিগ ব্যাশ লিগে ব্যস্ত থাকার কারণে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। তবে পার্থ স্কর্চার্সের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন এই বিধ্বংসী ওপেনার। এবারের বিগ ব্যাশে ৪৬৬ রান করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হন অ্যালেন এবং তাঁর দলকে চ্যাম্পিয়ন করান। সেই টুর্নামেন্ট শেষ করেই ভারতে এসে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি।

বুধবার তিরুঅনন্তপুরমে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নিউ জুল্যিান্ডের প্রথম একাদশে ফিন অ্যালেনকে দেখা যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে দলের শক্তি ও কম্বিনেশন যাচাই করার শেষ সুযোগ হিসেবে এই ম্যাচকে দেখছে কিউই শিবির। তাই অভিজ্ঞ ও বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ক্রিকেটারদের দিয়েই সিরিজ শেষ করতে চাইছে নিউজিল্যান্ড।

ব্লাটার: সমর্থকদের ফিফা বিশ্বকাপ থেকে দূরে থাকার আহ্বানকে সমর্থন

প্যারিস, ২৭ জানুয়ারি: সোমবার ফিফার প্রাক্তন সভাপতি সেপ ব্লাটার পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনি নিরাপত্তার কারণে এই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের ম্যাচ বয়কটের সমর্থকদের সমর্থন করেন। ব্লাটার দুর্নীতিবিরোধী আইনজীবী মার্ক পাইথের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন, যিনি ব্লাটার যখন ফিফার প্রধান ছিলেন তখন সম্ভাব্য সংস্কার নিয়ে কাজ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে টুর্নামেন্টের জন্য ভক্তদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে থাকা উচিত। 'আমি মনে করি মার্ক পিথের এই বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিকই আছে', সামাজিক মাধ্যমে ব্লাটার বলেছেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জোভিচকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কা

মেলবোর্ন, ২৭ জানুয়ারি: মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন সাবালেঙ্কা। সাবালেঙ্কা ১৮ বছর বয়সী আমেরিকান ইভাকে জোভিচ ৬-৩, ৬-০ গেমে হারিয়েছেন। রড লেভারে ম্যাচটি ছাদ খোলা রেখে শুরু হয়েছিল, কারণ মেলবোর্নে তাপ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল এবং তাপমাত্রা ৪০ সেলসিয়াস এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই ম্যাচের জন্য ছাদ খোলা ছিল। কিন্তু আলেকজান্ডার জাভেরেভ এবং আমেরিকান লার্নার টিয়েনের মধ্যে পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য ছাদ বন্ধ ছিল।

চার বছরের মধ্যে তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ান শিরোপা জয়ের চেষ্টা করা সাবালেঙ্কা প্রথম সেটে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান এবং ২৯তম বাছাই জোভিচের বিরুদ্ধে শুরুতেই তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জোভিচ সেটে টিকে থাকেন এবং নবম খেলায় তিনটি ব্রেকপয়েন্টের সুযোগ পান, যা ১০ মিনিট স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় সেটে দুটি বিরতির মাধ্যমে সাবালেঙ্কা ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান, যা তরুণ আমেরিকানের গতি কেড়ে নেয়। ম্যাচের শেষের দিকে জোভিচ নিজেকে সামলাতে পারেননি, ব্রেক পয়েন্টে ডাবল-ফল্ট করে সাবালেঙ্কাকে ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। শেষ খেলায়, সাবালেঙ্কা ব্রেক পয়েন্টে একটি এস পরিবেশন করেন এবং ম্যাচ পয়েন্টে আরেকটি এস দিয়ে এটি জিতে নেন। তিনি তার মুখোমুখি হওয়া পাঁচটি ব্রেক পয়েন্টের সবকটিই সেভ করেন এবং সাতটি এস করেন।

সাবালেঙ্কা সেমিফাইনাল খেলবেন তৃতীয় বাছাই কোকো গফ এবং এলিনা সভিতোলিনার মধ্যকার ম্যাচের বিজয়ীর সঙ্গে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Chanderghat Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIET NO. 09/15thCFC FUND (TIED) of CGP of 2025-26**. Last date of submission **02.02.2026 up to 6pm**. For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram Panchayat.

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/1824/2nd call/25-26 Dated 27.01.2026

E-Tenders are being Invited for : Installation of Solar Street Light (MINI) (with 6mtr. G.I. POLE and 1 No.18 WATT LED Street Light) at Madhav VillaGoli FOR APAS CAMPAIGN WARD-1 BOOTH NO 151 under Rajpur Sonarpur Municipality within Sonarpur uttar AC a) Date of uploadation: **28.01.2026 at 11-00 hrs.** b) Estimated Amount: **Rs.34, 026.00/-,** c) Documents download starting date & time: **28.01.2026 at 11-00 hrs.** d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **05. 02.2026 at 11-00 hrs.** e) Date & Time for Opening of Technical Bid : **07.02.2026 at 11-05 hrs.** f) Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

E-TENDER NOTICE

E-Tender notice is hereby invited on behalf of **Prodhan, Chanduria-I GP,** Vill+P.O- Chanduria, Nadia vide **E NIT NO - 17(e)/CH-I/15th CFC(T)-SP)/2025-26** Dated- 24.01. 2026. Last date of bid submission **07.02.2026.** Details information are available in **www.etender. wb.nic.in** and Chanduria -I GP office.

Sd-Prodhan
Chanduria -I GP

SHORT TENDER NOTICE

NABADWIP MUNICIPALITY

e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.

Tender reference no.: 09e/APAS/NM/2025-26. To 21e/APAS/NM/2025-26.

Last Date of submitting tender **04/02/2026. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

CORRIGENDUM FOR DATE EXTENSION

Memo. No. : 2656/RM, Date : 16.01.2026
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-22e/ 2025-26/SL1 to SL78
Tender ID : 2026_MAD_989657_1 to 78
Name of the work : Different type of Work in different wards Ranaghat Municipality (78 nos.) under APAS Scheme List (Phase-III, Lot-I) Last Date Submission of Bid : **02.02.2026**
Memo. No. : 2697/RM, Date : 19.01.2026
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-23e/ 2025-26/SL1 to SL34
Tender ID : 2026_MAD_991018_1 to 34
Name of the work : Different type of Electrical Work in different wards Ranaghat Municipality (34 nos.) under APAS Scheme List (Phase-III, Lot-I)
Last Date Submission of Bid : **02.02.2026.**
This is to inform that the Document Download/ Sale End Date & Bid submission End Date are extended upto 02/02/2026 at 11:00 p.m. as Bank Holiday issue.
Bid opening Date - 04/02/2026 at 11:00 a.m. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **5 Nos.** work(s) vide **Tender Reference No.: 53/BGP/TENDER/15thFC/ 2025-2026, Date: 27.01.2026. Fund: 15th FC.** Bid Submission End Date : **03.02.2026 up to 12.30 PM.** Date of Opening of Tender : **06.02.2026 at 01.00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-15/2025-26 (4th Call), Sl. 4, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-16/2025-26 (4th Call), Sl. 1, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-20/2025-26 (4th Call), Sl. 1, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-21/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-7, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-24/2025-26 (4th Call), Sl. 1-6, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-25/2025-26 (4th Call), Sl. 1-7, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-28/2025-26 (4th Call), Sl. 1-7, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-29/2025-26 (4th Call), Sl. 1-3, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-30/2025-26 (4th Call), Sl. 1-2, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-31/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-3, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-32/2025-26 (3rd Call), Sl. 1-4, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-34/2025-26 (1st Call), Sl. 1, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-35/2025-26 (1st Call), Sl. 1-2, Date-22.01.2026. Bid Submission Start Date : **24.01.2026 (NIT-15, 16, 20, 21, 24, 25, 28), 25.01.2026 (NIT-29, 30, 31, 32) , 27.01.2026 (NIT-34, 35) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **03.02.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **05.02.2026, 23.01.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in & https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

SHORT TENDER NOTICE

NABADWIP MUNICIPALITY

e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.

Tender Reference No.: 22e/APAS/NM/2025-26, 23e/APAS/NM/2025-26 and 24e/APAS/NM/2025-26, ID: 2026_MAD_5009974_1, ID: 2026_MAD_5009979_1 and ID: 2026_MAD_5009984_1

Last Date of submitting tender **05/02/2026. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/38/2025-26, Dated 27.01.2026. Fund: 15TH FC.** Bid Submission Start Date: **27.01.2026 at 02.00 PM.** Last Date of Bid Submission : **04.02.2026 up to 02.00 PM.** Date of Opening: **06.02.2026 at 02.30 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 20 Nos. scheme vide **NIT No: 231/MGP/2025-26 (Sl. 1-2), 232/ MGP/2025-26 (Sl. 1-13), 233/MGP/2025-26 (Sl. 1-2) & 234/ MGP/2025-26 (Sl. 1-3), Date: 20.01.2026** under **CFCG & APAS Fund**. Date of Sale of Tender Form : **21.01.2026 to 02.02.2026.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **02.02.2026 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender : **05.02.2026 at 03:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.

Sd/-
Pradhan
Mallickpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Regd.Off: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata - 700001

NIeT-358(2nd Call/25-26) alongwith NIeT- 497 to 520/2025-2026 Dated. 22.01.2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata- 700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of **Civil an Electrical works at Mursidabad, Uttar Dinajpur, North 24 Parganas, Bankura, Purulia, Jalpaiguri, Dakshin Dinajpur, Nadia, Howrah, Hooghly and Purba Medinipur district**. Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in**. Bid submission start date **24.01.2026** and **27.01.2026 after 10:00 AM and 6:00 PM**. Bid submission end date **09.02.2026, 10.02.2026, 13.02.2026 and 17.02.2026 upto 03:00 PM.**

Date: 27.01.2026 **Sd/-Executive Engineer/General Manager**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

01) Name of the Work : Construction of Concrete Chair with Shed for Older Person at Ananda Nagar Indra Sporting Football Ground, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/266(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009872_1 ● Est. Amt: Rs. 1,66,233.00

02) Name of the Work : Improvement of Illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un-armoured cable at Ruidas para under Ward No.-14 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/266(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009872_2 ● Est. Amt: Rs. 1,37,223.00

03) Name of the Work : Construction of Drain near Neha Apartment, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/266(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009872_3 ● Est. Amt: Rs. 2,79,877.00

04) Name of the Work : Construction of Road at Bhiringi Badyakar Para near Maa Manasha Mandir Temple, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/266(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009872_4 ● Est. Amt: Rs. 59,658.00

05) Name of the Work : Construction of Road and Drain at Ananda Nagar Play Ground, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/266(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009872_5 ● Est. Amt: Rs. 1,76,042.00

06) Name of the Work : Construction of Drain at Back Side of Anandanagar Play Ground near Santosh Store, Ward No.-14 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/266(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009872_6 ● Est. Amt: Rs. 1,77,550.00

07) Name of the Work : Repairing of Road and Construction of Drain at Amrai Purba Para, Ward No.-12, Booth-19 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/522(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009878_1 ● Est. Amt: Rs. 1,86,055.00

08) Name of the Work : Community Toilet at Amrai Taj Para, Ward No.-12, Booth-19 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/522(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009878_2 ● Est. Amt: Rs. 8,09,538.00

09) Name of the Work : Repairing of ICDS Centre No.-84 and construction of New Toilet at Ward No.-16, Booth-24 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/529(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009881_1 ● Est. Amt: Rs. 3,34,299.00

10) Name of the Work : Repairing of Drain & Road Mohan Yadav's House to High Drain at Hotat Pally, Ward No.-16, Booth-24 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/529(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009881_2 ● Est. Amt: Rs. 3,38,579.00

11) Name of the Work : Construction of Guard Wall near Hanuman Temple Pond, Ward No.-16 under Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/529(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009881_3 ● Est. Amt: Rs. 3,05,325.00

Last Date : **05.02.2026 upto 1:00 p.m.**
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

আমলাচটি ভেষজ উদ্যানে একবেলা

সুদর্শন নন্দী

পর্যটকদের জন্য অসংখ্য গন্তব্য স্থান রয়েছে আমাদের এই বাংলার আনাচে কানাচে। রয়েছে পাহাড় থেকে সমুদ্র, ঐতিহাসিক স্থান থেকে তীর্থস্থান, মোহময়ী নদী থেকে সবুজ ঘন অরণ্য।

অরণ্য নদী ঝর্না পাহাড় মন্দির সব পাওয়া যায় ঝাড়গ্রাম জেলায়। ঝাড়গ্রামে দেখার মতো অনেক জায়গা আছে, যেমন ঐতিহাসিক ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি ও চিল্কিগড় রাজবাড়ি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ডুলুং নদী, ঘাগরা জলপ্রপাত, ঝিলিমিলি ও বেলাপাহাড়ি, জঙ্গলমহল চিড়িয়াখানা (ডিয়ার পার্ক), ধর্মীয় স্থান যেমন কনক দুর্গা মন্দির, সাবিত্রী মন্দির ও রামেশ্বর মন্দির। এছাড়াও, এখানকার উপজাতি সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত বান্দারভুলা ট্রাইবাল ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারও ঘুরে দেখতে পারেন। এককথায়,ঝাড়গ্রাম তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রাজবাড়ি, মন্দির ও উপজাতীয় সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত, যেখানে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি, কনকদুর্গা মন্দির, চিলকিগড় রাজবাড়ি, বেলপাহাড়ি ও ইকো-ট্যুরিজমের মতো স্থানগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা অরণ্য, নদী ও

পাহাড়ের এক মনোমুগ্ধকর মিশ্রণ বলা যেতে পারে। একটু দূরে রয়েছে গোপীবল্লভপুর ইকো ট্যুরিজম পার্ক (Gopiballavpur Eco Tourism Park) সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত একটি সুন্দর পার্ক।

এক কথায় বললে ঝাড়গ্রাম তার ঘন জঙ্গল, ঐতিহাসিক রাজবাড়ি ও উপজাতি সংস্কৃতি মিলিয়ে পর্যটকদের জন্য এক দারুণ গন্তব্য।

এছাড়া আরেকটি স্থান যা অনেকেই জানেন না সেই আমলাচটি ভেষজ উদ্যান ঘুরে আসবে ঝড়গ্রাম সফরে গেলে। সবুজে সবুজে ছয়লাপ উদ্যানটি। একবার ঢুকলে আর বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না। গাছ গাছালি পাখি প্রজাপতির মাঝে হারিয়ে যায় মন।

আমলাচটি ভেষজ উদ্যান (Amlachati Medicinal Garden) হল পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ উদ্যান, যেখানে প্রায় ৭০০ প্রজাতির ঔষধি গাছ রয়েছে। উদ্যানটি বন বিভাগের অধীনে পরিচালিত। পর্যটকরা এখানে যে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং চারাও কিনতে পারেন। ঝাড়গ্রাম ব্লকের আমলাচটি এলাকায়, কংসাবতী নদীর ক্যানালের কাছে অবস্থিত এই উদ্যান।

এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র, যেখানে কম খরচে (মাত্র ৫ টাকা টিকিট) ঘুরে দেখা যায়।

উদ্যানের মধ্যে প্রতিটি গাছের পাশে তার নাম, গুণাবলী এবং কোন রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়, তা লেখা রয়েছে। পর্যটকরা এখান থেকে ভেষজ গাছ কিনে নিয়ে জান। সত্যি বলতে কি, এলোপ্যাথির এটা যুগ হলেও গাছ গাছড়া ভেষজই সর্বরোহারিণী ছিল আমাদের একদিন।

ঝাড়গ্রাম থেকে লোধাশুলির দিকে যাওয়ার পথে এই উদ্যানটি খুঁজে পাওয়া যায়।

সামনের লাল কাঁকুরে রাস্তায় সারিতে সারিতে গাছেরা যেন আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অসাধারণ এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গলমহলের এই জায়গায় গেলে মিলবে শান্তি। নেই ভীড়, মুক্ত পরিবেশ অদ্ভুত এক নিরাবতা বিরাজমান। শুধু মাত্র পাখির কলকাকলি আর বয়ে চলা বাতাসে গাছের শাখায় শাখায় ফিসফিসানি।

ঝাড়গ্রামের আমলাচটিতে ৬৭ হেক্টর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই ভেষজ উদ্যান। আলাদা ভাবে

এক হেক্টর জায়গা জুড়ে রয়েছে ২৪ প্রজাতির বাঁশের বাগান। লালিবাঁশ, ভালকি, লাঠা, রেগুন, কাঁটা, বোম্বে, ঘটি-সহ বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ। আরেক হেক্টর জমিতে রয়েছে পিয়াশাল, আম, গাভ, সিঁদুরে, হরিতকি, রক্তচন্দন, সেগুন গাছ।

শহরের কোলাহল মুখর পরিবেশের ঠিক বিপরীতে নির্জনে কিছুটা অবকাশ কাটানোর আদর্শ জায়গা এই আমলাচটি ভেষজ উদ্যান ও তার সংলগ্ন সমগ্র অঞ্চলটি।

ঝাড়গ্রাম ভ্রমণে ভেষজ উদ্যান অবশ্যই দর্শন করা উচিত দু'টি কারণে। প্রথমত, আরণ্যক পরিবেশ আর দ্বিতীয়ত, বিপুল সংখ্যক গাছের সান্নিধ্য। এখানে সংরক্ষিত ঔষধি প্রজাতির সংখ্যা আশি। ।

যারা লালমাটির দেশে সবুজের হাতছানির জন্য তীব্র আকাঙ্খা তারা অবশ্যই এই উদ্যানটি ঘুরে যাবেন। কারে এলে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। পার্কিং ফি মাত্র

দশ টাকা। এছাড়া ট্রেনে ও বাসে আসা যায়। ট্রেনে আড়াই ঘন্টার রাস্তা। থাকার জন্য রয়েছে অনেক হোটেল, রিসোর্ট এবং ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িও। ঝাড়গ্রাম বেড়াতে এসে এই স্পটটি ঘুরে নিলে পর্যটনের ঝোলায় আনন্দের সঞ্চয় অনেকটাই বাড়বে।

যাবার আগে জেনে নেবেন এলাকায় হাতির উপদ্রব চলছে কিনা। আর যাবার পর যদি হাতি আসার খবর পান তবে আনন্দ আবেগে কাছে মোটেও যাবেন না। অনেক দূর থেকে প্রাণ নিরাপদ রেখে হাতি দেখুন। অনেকের মনে হতে পারে একটি স্পট দেখার জন্য এত পরিশ্রম পোষাবে কি? তাঁদের জন্য আগেই বলেছি যে মূল ঝাড়গ্রাম ট্যুরে যাঁরা আসেন তাঁরা এই ভেষজ উদ্যানটি বাড়তি স্পট হিসেবে দেখে বা ঘুরে নিতে পারেন। এটি শুধু ঘোরাঘুরির জন্য নয়, শিক্ষণীয়ও।

দীর্ঘ মহাকাশ অভিযানের পর ছুটিতে সুনীতা উইলিয়ামস

অক্ষয় বর্মন

দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশে কর্মরত থাকার পর অবশেষে ছুটিতে যাচ্ছেন প্রখ্যাত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS)-এ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে যুক্ত থাকার পর নাসার তরফে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই ছুটি তাঁর শারীরিক ও মানসিক পুনরুদ্ধারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

মহাকাশে দীর্ঘ সময় কাটানো মানুষের শরীর ও মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। মাধ্যাকর্ষণের অভাবে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়, এমনকি দৃষ্টিশক্তি ও রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। পৃথিবীতে ফিরে এই সমস্ত প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মহাকাশচারীদের বিশেষ পুনর্বাসন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেই কারণেই সুনীতা উইলিয়ামসের এই ছুটিকে নিছক অবসর নয়, বরং তাঁর পেশাগত দায়িত্বেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নাসা সূত্রে জানা গেছে, ছুটির সময়ে সুনীতা উইলিয়ামস পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। একই সঙ্গে নিয়মিত মেডিক্যাল চেক-আপ, ফিজিওথেরাপি ও হালকা শারীরিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাবেন তিনি। চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ দল তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখবে, যাতে ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকতে পারেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মহাকাশচারী ইতিমধ্যেই একাধিক রেকর্ডের অধিকারী। মহাকাশে দীর্ঘ সময় অবস্থান, একাধিক স্পেসওয়াক এবং জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাঁর দক্ষতা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাশচারীদের তালিকায় স্থান দিয়েছে। তাঁর প্রতিটি সাফল্য যেমন নাসার গর্ব বাড়িয়েছে, তেমনই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কাছেও তাঁকে গর্বের প্রতীকে পরিণত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মহাকাশ অভিযানের পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই নাসা এখন মহাকাশচারীদের কাজের পাশাপাশি বিশ্রামের বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। সুনীতা উইলিয়ামসের ছুটি সেই নীতিরই প্রতিফলন। এই সময়ে তিনি মানসিক প্রশান্তি অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গবেষণা ও অভিযানের জন্য নিজেকে নতুন করে প্রস্তুত করবেন। নাসার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ছুটি শেষে সুনীতা উইলিয়ামস আবার প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনামূলক কাজে যুক্ত হবেন। ভবিষ্যতে চাঁদ বা মঙ্গল অভিযানসহ একাধিক উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

দীর্ঘ কর্মব্যস্ততার পর এই ছুটি সুনীতা উইলিয়ামসের জীবনে এক প্রয়োজনীয় বিরতি। একই সঙ্গে এটি সাধারণ মানুষের কাছেও একটি বার্তা বহন করে: কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশার ক্ষেত্রেও বিশ্রাম ও মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব অপরিসীম। মহাকাশ জয়ের নেপথ্যে যে নিরলস পরিশ্রম, ত্যাগ ও শৃঙ্খলা রয়েছে, সুনীতা উইলিয়ামসের এই ছুটি সেই বাস্তবতাকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

মন ভরিয়ে দেবে বুদ্ধগয়ার অজস্র বুদ্ধ মন্দির

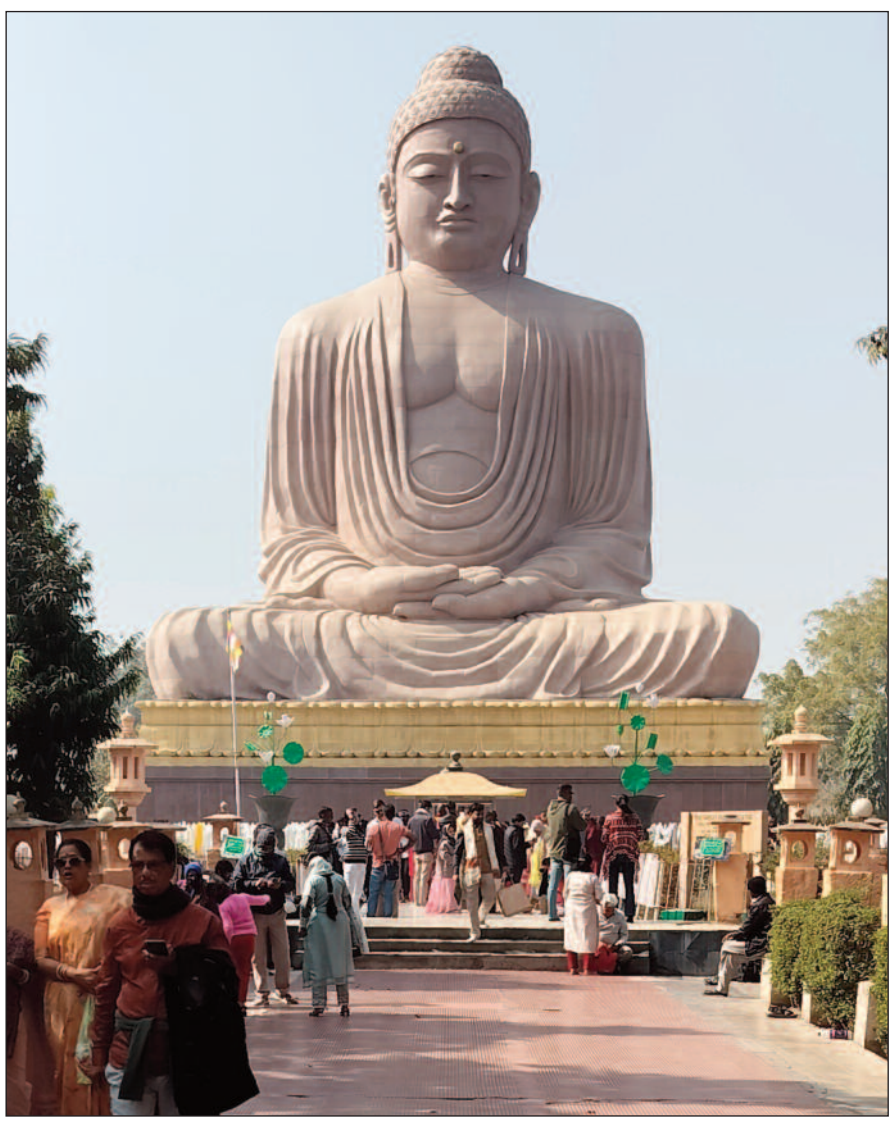

ডাঃ শামসুল হক

কলকাতা থেকে মাত্র ঘন্টা আটেকের পথ। তাই হাতে যদি থাকে দুটো দিন সময় তাহলে অতি অবশ্যই ঘুরে আসা যেতে পারে ভারতের বিখ্যাত এবং ব্যস্ততম এক তীর্থক্ষেত্র বুদ্ধগয়া থেকে । অবশ্য আমাদের কাছে সেই স্থান বুদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত হলেও সেখানে কিন্তু দেখা মেলে সব সম্প্রদায়ের মানুষের ই ভীড়। বলাই বাহুল্য,সেখানে সব বয়সের নারী পুরুষদের ও দেখা যায় বছরের প্রায় সব ঋতুতেই।

সমগ্ অঞ্চল জুড়ে নীচে কমলা এবং উপরে মেরুন রঙের বসনে সজ্জিত বিভিন্ন বয়সের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেখলে পরম পবিত্রতায় ভরে উঠতে বাধ্য সকলের মনপ্রাণ ও । তখন বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে সকলকে।দেশ বিদেশের বিভন্ন অঞ্চল থেকেই আসেন তাঁরা। দুচোখ ভরে উপভোগ করেন পবিত্র সেই তীর্থস্থান। দেখেন পাশ দিয়ে প্রবাহমান ফল্গু নদী এবং তার কলকল ছলছল বেগে বয়ে যাওয়া অতি মধুর সেই ধ্বনিও। শুধু তাই নয়, উপভোগ করেন পথের দুপাশের হরেক প্রজাতির বনস্পতি এবং লতা পাতা এবং ফুলের সাজসজ্জা ও।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব তখন ও এই নামে পরিচিত হননি সমগ্ বিশ্ব জুড়েই । প্রথম জীবনে তিনি পরিচিত ছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ , এই নামেই। একটা সময় সংসার ত্যাগী হয়ে বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে হাজির হন এই স্থানে । তারপর একটা পিপুল গাছের নিচে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে শুরু করেন ঈশ্বরের আরাধনা । সেটা প্রায় ছাব্বিশো বছরের পুরাতন ঘটনা। ভারতভূমির অখ্যাত সেই স্থান তখন পরিচিত ছিল উরুবিল্ল। তারপর সেই স্থান হয়ে ওঠে অত্যন্ত পবিত্র এবং হয়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম এক বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও। নতুন নাম হয় বুদ্ধগয়া । স্থাপিত হয় মোহাবোধি মন্দির কমপ্লেক্স ও। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেখানেই নতুনভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেব নামে । নির্মিত হয় মন্দির। পরে গুপ্ত এবং পাল রাজের আমলে মন্দিরটি আধুনিক রূপে রূপান্তরিত ও হয়ে ওঠে।

বুদ্ধগয়ার সর্বত্র জুড়ে আছে ছোট বড় অজস্র বৌদ্ধ মন্দির । সব মন্দির ই সাজানো গোছানো এবং সুসজ্জিত ও। চৈনিক পরিব্রাজকদের জন্য আবার নির্মিত হয়েছে তাঁদের নিজস্ব মন্দির ও। সকাল বিকাল সবসময়ই জমজমাট হয়ে থাকে সেই চত্বর ও। আছে অত্যাধুনিক অনেক দোকান সহ খাবার জায়গাও।

ঊনিশ শতকে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পরিব্রাজক তথা সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ আলেকজান্ডার কার্লিং এর ব্যবস্থাপনায় নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে মোহাবোধি মন্দির।

পিরামিড আকৃতির সেই মন্দিরের গর্ভগৃহে আছে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্তিও । ২০০২ সালে সমগ্ মন্দির সহ পারিপার্শ্বিক এলাকা ইউনিসেফের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী জায়গা হিসেবে চিহ্নিত ও হয়েছিল।

গয়া জংশন স্টেশন থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরের এই তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছানোর জন্য মেলে অজস্র অটো , টোটো সহ চার চাকা এবং ছয় চাকার যান ও। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা । নেই কোন যানযট ও। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। আছে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও । রাত্রে থাকার বা খাওয়ার হোটেল বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও । আর অধিকাংশ হোটেলের সঙ্গে জড়িত আছে বুদ্ধের নাম ও।